মহেশতলা কলেজ

সংস্কৃত বিভাগ

আন্তর্জালিক পত্রিকা

শ্রৌতী

(দ্বিতীয় সংখ্যা)

বিষয় – সংস্কৃত গল্প সাহিত্য

জুন,২০২৩

সম্পাদিকা – অধ্যাপিকা ড. শর্বাণী চট্টোপাধ্যায়

যুগ্ম সম্পাদক – অধ্যাপক প্রশান্ত দে

সূচিপত্র

১. মুখবন্ধ – অধ্যক্ষা ড: রুম্পা দাস

২. হিতোপদেশের কিছু জনহিতকারী উপদেশ – অধ্যাপিকা ড. শর্বাণী চট্টোপাধ্যায়

৩. আধুনিকদৃষ্ট্যা পন্চতন্ত্রস্য পন্চ উপযোগা: - অধ্যাপক প্রশান্ত দে

৪. আধুনিক জীবন ও সংস্কৃত গল্পসাহিত্য – অধ্যাপক শ্রী দিব্যেন্দু চৌধুরী

৫. মানব জীবনে গল্পসাহিত্যের প্রভাব – অধ্যাপিকা মিঠু হালদার

৬. সংস্কৃত গল্পসাহিত্যে বেতাল পঞ্চবিংশতি – রিয়া পাল, ছাত্রী(তৃতীয় বর্ষ)

৭. গল্পসাহিত্যে পঞ্চতন্ত্র – তিয়াশা হাজরা, ছাত্রী(তৃতীয় বর্ষ)

৮. গল্পসাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ ধারণা ও সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা – মনীষা অধিকারী, ছাত্রী(তৃতীয় বর্ষ)

৯. সংস্কৃত গল্পসাহিত্যে পঞ্চতন্ত্র – মনিকণা মন্ডল (প্রাক্তন ছাত্রী)

১০. সংস্কৃত গল্পসাহিত্য : কথাসহিত সাগর – বৈশাখী হাজারী (প্রাক্তন ছাত্রী)

১১. গল্পসাহিত্যে বৃহৎ কথা – প্রীতি সাউ ও দীপা সাউ (ছাত্রী)

১২.শিক্ষাক্ষেত্রে গল্পসাহিত্যের অবদান – সৌরীন মন্ডল, ছাত্র(দ্বিতীয় বর্ষ)

১৩. পঞ্চতন্ত্র – সঞ্চিতা বাস্কে, ছাত্রী (নিস্তারিণী কলেজ)

১৪. হিতোপদেশ – মৌমিতা মাহাতো, ছাত্রী (নিস্তারিণী কলেজ)

১৫. জাতকং জাতককথা বা - চন্দন ভদ্র, ছাত্র (আশুতোষ কলেজ)

মুখবন্ধ

অধ্যক্ষ ডক্টর রুম্পা দাস।

মানুষ মাত্রই কৌতুহল-প্রিয়। এই কারণেই, শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় গল্পসাহিত্য মানুষের মনকে নানা ভাবে আকৃষ্ট করে এসেছে। গল্পসাহিত্য মানব সভ্যতার এক অমূল্য ঐতিহাসিক তথা সামাজিক তথ্য - সম্ভারও বটে। গল্পসাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের মন অব্দি পৌঁছানো যায়; মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করার জন্যেও গল্পসাহিত্যের জুড়ি মেলা ভার। মানুষ ঘুমিয়ে পড়লেও তার মন জেগে থাকে, জড়িয়ে থাকে আবেগে, জড়িয়ে থাকে নানা গল্পে। কেন আমাদের গল্প ভালো লাগে, তার নানা রকম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও আছে। প্রেমের গল্প পড়লে একটি বিশেষ হরমোন 'অক্সিটোসিন' বা 'মন ভালো করা 'হরমোন নিঃসৃত হয়। তেমনই ,কৌতুক রস বা বিভৎস রসের গল্প মানুষের মনে যথাযথ ভাব জাগায়। এই বিষয়ে, গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে কাব্য, নাটক সহ বিভিন্ন লেখা মানুষকে আকৃষ্ট করে, কারণ সাহিত্য জীবনের অনুকরণ বা মাইমেসিস। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো মাইমেসিসের বদলে ডাইজেসিস বা নারেটিভের তত্ব দেন, যেখানে বলেন সাহিত্য মানুষকে জীবনের নানা আখ্যানের বর্ণনা করে থাকে আর তাই, সাহিত্য মানুষের প্রিয়।

সংস্কৃত গল্প সাহিত্য ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য । মহেশতলা কলেজের সংস্কৃত বিভাগের 'গল্প সাহিত্য' সংখ্যা তাই আমার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। আশা করি, শিক্ষক-ছাত্রদের এই সম্মিলিত প্রয়াস নিশ্চয়ই সফল ও মনোগ্রাহী হবে। যারা সংস্কৃত গল্প সাহিত্য সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চান, এই পত্রিকা তাদের সুচিন্তার বিস্তারে তথা আগামী দিনে গবেষণার নতুন দিশা এনে দিতে সহযোগী হবে।

শুভেচ্ছা সহ,

অধ্যক্ষা

হিতোপদেশের কিছু জনহিতকারী উপদেশ

ড. শর্বাণী চট্টোপাধ্যায়

গল্প শুনতে বা গল্প পড়তে ভালবাসেনা এরকম মানুষ খুবই নগণ্য। গল্পের প্রসঙ্গ এলেই সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের কথা মনে পড়ে যায়। সংস্কৃত গল্পসাহিত্য নানা ধরণের গল্পের এক বিপুল সম্ভার। সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের অন্তর্গত গল্পগুলি এতটাই জনপ্রিয় যে বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়। ছোটবেলা থেকে বাংলা ভাষার মাধ্যমেই সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের বিভিন্ন গল্পের সঙ্গে পরিচিতি লাভ হয়। এই গল্পগুলিতে মানুষের সঙ্গে জীব-জন্তুরাও গল্পের চরিত্র। তারা মানুষের ভাষায় কথা বলে। মানবজীবনের সুখ-দু:খ, আনন্দ-বেদনা সব কিছুই তাদের কথোপকথনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। আবার অনেক গল্পের শেষে আছে নীতিবাক্য। এই নীতি বাক্যগুলিও অসাধারণ। মানবজীবনে চলার পথে কোন বিষয় করণীয় আর কোন বিষয় বর্জনীয় তা এই নীতিবাক্যগুলির মাধ্যমে খুব সুন্দরভাবে নির্দেশিত হয়েছে। সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের কয়েকটি খুব জনপ্রিয় গ্রন্থ হল- পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগর, বেতালপঞ্চবিংশতি, শুকসপ্ততিকথা, পুরুষপরীক্ষাসিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা। এদের মধ্যে আবার পঞ্চতন্ত্র এবং হিতোপদেশ সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। পঞ্চতন্ত্র বিষ্ণুশর্মা বিরচিত। হিতোপদেশের অর্ধেকের বেশি গল্পের মূল এই পঞ্চতন্ত্র হলেও অন্যান্য উৎস থেকেও অনেক গল্প সংগৃহীত হয়েছে। বালক-বালিকাদের নীতি বা হিতকর উপদেশ প্রদানের জন্যই এই গ্রন্থটি রচিত। আর এই নীতি-উপদেশগুলির কার্যকারিতা প্রদর্শনের জন্যই হিতোপদেশে বিভিন্ন কাহিনির অবতারণা করা হয়েছে। হিতোপদেশের রচয়িতা নারায়ণ শর্মা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে বালক-বালিকাদের শিশুমনে কোন বিষয় যেভাবে দাগ কাটে তা সংস্কাররূপে সারাজীবন থেকে যায়। হিতোপদেশের রচয়িতা নারায়ণ শর্মা বাঙালি ছিলেন বলেই অনেকে মনে করেন। হিতোপদেশ গ্রন্থটিও বঙ্গদেশেই রচিত হয়েছিল। রাজা ধবলচন্দ্র ছিলেন নারায়ণ শর্মার পৃষ্ঠপোষক। হিতোপদেশের পুঁথিটি সম্ভবত একাদশ শতকের শেষভাগে রচিত হয়েছিল। পঞ্চতন্ত্রের কথামুখ থেকে জানা যায় যে, দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমরশক্তির তিনটি জড়ধী পুত্র বসুশক্তি, উগ্রশক্তি এবং অনেকশক্তিকে নীতিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং তাদের বাস্তববুদ্ধি উন্মেষিত করার জন্য বিষ্ণুশর্মা পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। অনুরূপভাবে পাটলীপুত্রের রাজা সুবর্ণদেবের পুত্রদের বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যেই হিতোপদেশ রচিত হয়েছিল। হিতোপদেশের চারটি খণ্ড রয়েছে- মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ, সন্ধি। হিতোপদেশের গল্পগুলির সঙ্গে পঞ্চতন্ত্র ছাড়াও মহাভারত, জাতক, কথাসরিৎসাগর এমনকি আরব্যরজনীরও কোন কোন গল্পের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তবে নারায়ণ শর্মা

হিতোপদেশের গল্পগুলিকে অত্যন্ত সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। এরফলে হিতোপদেশের গল্পগুলি হয়ে উঠেছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। হিতোপদেশ নামটা থেকেই অনুধাবন করা যায় যে, নানাবিধ জনহিতকারী উপদেশেরসমাহারে এই গ্রন্থটি নির্মিত হয়েছে। এই হিতকারী উপদেশের মধ্যে অনেক উপদেশই আবার বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন সুফল-কুফল বিষয়ে রচিত। তাই এই শ্লোকগুলো অত্যন্ত ছাত্রোপযোগী। ছাত্রজীবনের অন্যতম কর্তব্য হল বিদ্যাচর্চা। এই বিদ্যা বিষয়েও নানাবিধ আলোচনা রয়েছে হিতোপদেশে। যেমন একটি শ্লোকে বলা হয়েছে সকল দ্রব্যের মধ্যে বিদ্যা হল সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রব্য। কারণ বিদ্যা চুরি করা যায় না, বিদ্যার মূল্য নির্ধারণ করা যায় না, বিদ্যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না-

সর্বদ্রব্যেষু বিদ্যৈব দ্রব্যমাহুরনুত্তমম্।
অহার্যত্বাদনর্ঘ্যত্বাদক্ষয়ত্বাচ্চ সর্বদা।।১

(প্রস্তাবিকা শ্লোক ৪)

বিদ্যাবিষয়ক অপর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, বিদ্যা বিনয় দান করে, বিনয় মানুষকে যোগ্যতা প্রদান করে। যোগ্যতা থাকলে ধন লাভ হয়, ধনসম্পদ থাকলে ধর্ম লাভ হয়। ধর্ম থেকেই সুখ লাভ হয়-

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াত্ যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রত্বাদ্ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্মং ততঃ সুখম্।।২

(প্রস্তাবিকা শ্লোক ৬)

বিদ্যার উপযোগিতা উপস্থাপন করতে গিয়ে হিতোপদেশের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, রূপযৌবনসম্পন্ন উচ্চ বংশজাত বিদ্যাহীন ব্যক্তি নির্গন্ধ কিংশুক ফুলের মতোই শোভা পায় না-

রূপযৌবনসম্পন্না বিশালকুলসম্ভবাঃ।
বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ।।
(প্রস্তাবিকা শ্লোক ৩৯)

একটি চক্রের দ্বারা যেমন রথ চলনশীল হয় না, তেমনি পুরুষকার অর্থাৎ চেষ্টা ছাড়া ভাগ্য সিদ্ধ হয় না-

যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবতি।

এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি।।
(প্রস্তাবিকা শ্লোক ৩২)

হিতোপদেশেরই অপর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে চেষ্টার দ্বারাই কোন কাজ সিদ্ধ হয়, শুধুমাত্র মনে মনে চিন্তা করলে কার্যসিদ্ধি হয় না। যেমন ঘুমন্ত সিংহের মুখে নিজে থেকে মৃগ প্রভৃতি শিকার প্রবেশ করে না–

উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্যাণি ন মনোরথৈঃ।
ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।।

(প্রস্তাবিকা শ্লোক ৩৬)

আবার উন্নতিকামী ব্যক্তির পক্ষে বর্জনীয় ছয়টি দোষের বিষয়েও হিতোপদেশে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্জনীয় ছয়টি দোষ হল নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য এবং দীর্ঘসূত্রতা অর্থাৎ কোন কাজ সুদীর্ঘ সময় ধরে সম্পন্ন করা–

ষড়দোষাঃ পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা
নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধ আলস্যং দীর্ঘসূত্রতা।।
(মিত্রলাভ কথা ১ শ্লোক ৩৪)

আবার সর্বসাধারণের পক্ষে মঙ্গলজনক উপদেশও রয়েছে হিতোপদেশের বাণীতে। একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে ব্যক্তির কুল, শীল প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু জানা নেই তাকে কখনই আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। কারণ হিতোপদেশের একটি কাহিনিতে দেখা যায়, একটি বিড়ালের দোষে একটি বৃদ্ধ শকুন নিহত হয়েছিল। এটি একটি কাহিনির সূত্র। এরপর সম্পূর্ণ কাহিনিটি বর্ণিত হয়েছে।

অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাসো দেয়ো ন কস্যচিত্।
মার্জারস্য হি দোষেণ হতো গৃধ্রো জরদ্গবঃ।।
(মিত্রলাভ কথা ২ শ্লোক ৫৬)

আমাদের জীবনে চলার পথে প্রতিনিয়ত বহু মানুষের সাথে পরিচিতি লাভ হয়। আমরা অনেক সময়ই বুঝে উঠতে পারি না কে আমাদের প্রকৃত বন্ধু আর কে প্রকৃত বন্ধু নয়। হিতোপদেশে এই বন্ধুত্বের সংজ্ঞাও নির্ধারিত হয়েছে। বলা হয়েছে উৎসবে, দুঃখের সময়ে, দুর্ভিক্ষের দিনে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে এবং শ্মশানে যে পাশে থাকে সেই

প্রকৃত বন্ধু–

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।।
(মিত্রলাভ কথা৩ শ্লোক ৭৪)

আবার কোন বৈশিষ্ট্যযুক্ত বন্ধুকে বর্জন করা উচিত সে বিষয়ে বলা হয়েছে, যে সামনাসামনি প্রিয় বাক্য ব্যবহার করে কিন্তু পরোক্ষে কাজের ক্ষতি করে সেইরূপ বন্ধুকে বর্জন করা উচিত। এইরূপ বন্ধুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে বিষপূর্ণ কলসের, যে কলসের মুখের দিকে থাকে দুধ, ভিতরে থাকে শুধুমাত্র বিষ–

পরোক্ষে কার্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্।
বর্জয়েৎ তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্।।
(মিত্রলাভ কথা৩ শ্লোক ৩৮)

হিতোপদেশে এইরূপ বহু জনহিতকারি উপদেশমূলক শ্লোকের সমাহার হয়েছে। বর্তমান যুগেও হিতোপদেশের আবেদন এবং গ্রহণযোগ্যতা অস্বীকার করা যায় না। তাই পঞ্চতন্ত্রের মতোই হিতোপদেশের আবেদনও সর্বকালীন।

आधुनिकदृष्ट्या पञ्चतन्त्रस्य पञ्च उपयोगा:

प्रशान्तदे

उपलब्धेषु संस्कृतगल्पग्रन्थेषु पञ्चतन्त्रम् प्राचीनतमम् । अस्य रचयिता पण्डितप्रवरः विष्णुशर्मा। रचनाकालः आनुमानिकः क्रैस्तपूर्वद्वितीयाब्दः।ग्रन्थस्यास्य कथामुखात् एवं ज्ञायते यत्, दाक्षिणात्यजनपदान्तर्गते महिलारोपनामके नगरे अमरशक्तिनामा कश्चन राजा आसीत् । तस्य च राज्ञः त्रयः परमदुर्मेधसः पुत्राः आसन् ।एनान् शास्त्रविमुखान् मूर्खपुत्रान् नीतिशास्त्रज्ञान् कर्तुं राजा सुशिक्षकं विष्णुशर्मानम् अन्वरुन्ध।विष्णुशर्माऽपि मासषट्केन मूर्खपुत्रान् नीतिशिक्षाज्ञान् न करोमि चेत् ततः स्वनामत्यागं करोमि इति प्रतिज्ञामकरोत् । प्रतिज्ञानुसारं स राजपुत्रान् सारल्येन शिक्षितुं पञ्चभिः तन्त्रैः पञ्चतन्त्रनामकं ग्रन्थं रचयामास ।ग्रन्थकारः स्वयमेव ग्रन्थमेनं बालबोधनोपयोगि नीतिशास्त्रम् इति आख्यातवान् । उक्तं च – पञ्चतन्त्रं नाम नीतिशास्त्रं बालबोधनार्थं भूतले प्रवृत्तम् इति । पुनरपि उक्तम् –

अधीते य इदं नित्यं नीतिशास्त्रं शृणोति च ।

न पराभवमाप्नोति शक्रादपि कदाचन ।। इति ।

अतः ग्रन्थः अयम् उपयोगी । विशेषतः लोकव्यवहारावबोधार्थं ग्रन्थस्यास्य उपयोगः अस्ति प्रबुद्धानां मतम् । ग्रन्थेऽस्मिन् समस्तशास्त्रसारवस्तु निहितमस्ति । स्वल्पमतीनां कृते पचतन्त्रं तु शास्त्रज्ञानलाभस्य श्रेष्ठः उपायः।विन्दौ सिन्धुदर्शनवत् धर्मार्थशास्त्रादीनां सामान्यं ज्ञानं तु लभ्यते पञ्चतन्त्रतः ।ग्रन्थकारः स्वयमेव पञ्चतन्त्रस्य सकलशास्त्रसारताम् आह –

सकलार्थशास्त्रसारं जगति समालोक्य विष्णुशर्मेदम् ।

तन्त्रैः पञ्चभिरेतच्चकार सुमनोहरं शास्त्रम् ।।

।गल्पेषु प्रतिफलितानि चरित्राणि न केवलं मानवानाम् एतत् सुमनोहरं शास्त्रं पञ्चभिः तन्त्रैः विनिर्मितम् । यथा- 1.मित्रभेदः 2. मित्रप्राप्तिः 3.काकोलूकीयम् 4. लब्धप्रणाशम् 5.अपरीक्षितकारकम्। प्रत्येकम् तन्त्रे एका मुख्या कथा बहव्यः लघुकथाः च सन्ति। कथावस्तु सरलम् मुख्यतः गद्यनिबद्धम् । मध्ये मध्ये नीतिश्लोकाः विद्यन्ते अपितु पश्वादीनाम् अपि दृश्यन्ते। पश्वादीनां मानवतुल्यः वाग्व्यवहारः अपि गल्पानां चारुत्वं वर्धयति । सुबोध्या भाषा विषयः सरलः रम्याश्च श्लोकाः इत्येतैः कारणैः पचतन्त्रं सर्वजनग्राहयं अतीव जनप्रियं च अभूत् । न केवलं पुरातनैः अपितु आधुनिकैरपि पञ्चतन्त्रम् आद्रीयते। आङ्गलप्रभृतिषु नैकासु भाषासु पञ्चतन्त्रम् अनूद्यते,बहूनि संस्करणानि च अस्य दृश्यन्ते। देशे विदेशेषु च अद्यापि पञ्चतन्त्रस्य गल्पानाम् अध्ययनम् अध्यापनं च प्रचलितमस्ति ।परन्तु कथम् एवं समादरः? पञ्चतन्त्रं तु प्राचीनशास्त्रम्, तत्र प्रतिफलितं राष्ट्रचिन्तमपि प्राचीनम् । अधुनिकराष्ट्रनीत्या सह प्राचीनराष्ट्रनीत्याः सुमहत् वैपरीत्यमपि दृश्यते । तर्हि आधुनिकसामापिकानां कृते कथं एतत् उपयोगि? उत्तरेण वक्तव्यं, शास्त्रं न केवलं तत्समकालिकविषयान् उपस्थापयति, अपितु कालोत्तीर्णचिरन्तननीतिविषयान् अपि अपदिशति। शास्त्रोपस्थापिता: नीतय: कालोत्तीर्णा: भवन्ति। सर्वकालिकसामाजिकानां कृते शास्त्रं खलु सर्वथा उपयोगि। अत: पञ्चतन्त्रं नाम नीतिशास्त्रम् आधुनिकानां नीतिशिक्षणाय लोकव्यवहारशिक्षणाय चापि अतीव कार्यकरि भवितुमर्हति। अत्र प्रबन्धे आधुनिकदृष्ट्या पञ्चतन्त्रस्य पञ्च उपयोगा: संक्षेपेण आलोच्यन्ते ।

मानो महत् धनम् - जगति जीवनधारणाय बहुसाधनानां प्रयोजनम् अस्ति। तेषां

साधनानाम् लाभाय बहव: उपाया: अपि अवलम्बनीया:। उपाये सफले सति सुखं निष्फले तु दु:खम् जायते। सुखं सर्वेषां खलु साधारणम् ईप्सितम् । वैषयिकसुखलाभाय हीनकर्माणि अपि कर्त्तुमिच्छन्ति अविवेकिन: जना:। एतेन तेषां स्वार्थपूर्ति: भवेत्

सत्यम्, परन्तु मानहानिरपि भवति ततः अधिका । यः खलु सज्जनः विवेकी स सर्वदा मानम् इच्छेत्। मानं त्यक्त्वा अर्जितं सुखं गौणम् अतः तत् विषवत् त्यक्तव्यम्। पञ्चतन्त्रम् कथयति - मान एव श्रेष्ठं धनम् ।मानी जनः धनशून्यः अपि आदरणीयः । उक्तं च मित्रप्राप्तिनामके तन्त्रे -

दरिद्रस्य परा मूर्तिर्यन्मानद्रविणाल्पता ।

जरद्गवधनः शर्वस्तथापि परमेश्वरः ।।

धनानाम् अभावात् उद्भूतं दारिद्र्यं न तथा कष्टकरं यथा मानाभावात् जातं दारिद्र्यं कष्टकरं भवति। यशः विना जीवनं व्यर्थम्। मानी जनः दरिद्रः अपि यशस्वी भवितुमर्हति। यथा देवानां मध्ये शिवस्य धनं नास्ति गृहं नास्ति विचित्राणि परिधेयानि वस्त्राणि अपि नास्ति। अस्ति केवलं एकः जरद्गवः । तथापि स परमेश्वर इति गण्यते। कथम्? यतः तस्य मानः अस्ति । मानरूपधनेन स अतीव धनी । अतः मानः यत्नेन रक्षणीयः ।

यः विपदि तिष्ठति स खलु बान्धवः - बान्धवानां परिचयः दुःसमये एव प्रकाशितः भवति। उक्तं च मित्रभेदे - स सुहृद् व्यसने यः इति । मित्रप्राप्तिनामके तन्त्रे तु मित्रं इति पदम् अमृततुल्यम् इति उच्यते । मित्रं खलु आपदः शोकसन्तापात् च रक्षति। -

केनामृतमिदं सृष्टं मित्रमित्यक्षरद्वयम् ।

आपदां च परित्राणं शोकसन्तापभेषजम् ।।

परन्तु मूर्खमित्रस्य वचनं न श्रोतव्यम्, तत्र तु सङ्कटवृद्धेः आशङ्का स्यात् - **पण्डितः अपि वरं शत्रुः न मूर्खो हितकरः** ।

दानप्रशंसा - पञ्चतन्त्रे दानिनां प्रशंसा दृश्यते। उक्तं च मित्रप्राप्तिनामके तन्त्रे - **दाता लघुरपि सेव्यो भवति** इति । अपि च उक्तम् - **यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया**

गतिर्भवति इति। अर्थात् अर्थस्य उपयोग: दाने भोगे च कर्तव्य: । दानभोगवर्जितजनस्य धनस्य परिणति: केवलं नाश: एव । अत दानी भवेत् ।

औदार्यं महान् गुण: - पञ्चतन्त्रे बहुत्र स्वार्थपरजनानां निन्दा दृश्यते । केवलम् आत्मसुखं न चिन्तयेत्, उदारचित्तेन सह सर्वेषां मानवानां सुखं चिन्तनीयम् । अस्मिन्नेव प्रसङ्गे एवमाह विष्णुशर्मा -

अयं निज: परो वेति गणना लघुचेतसाम् ।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ।।

अर्थात् क्षुद्रचित्तयुक्त: जन: इदं मम न तव इत्येवं संकीर्ण चिन्तनं करोति। यस्तु उदार: जन: चरित्रवान् स वसुधां निजपरिवारत्वेन गणयति । इयं उदारवाणी भारतं विना अन्यत्र कुत्रापि न दृश्यते । अत: अद्यापि अनुसरणीयम् एतत् अनन्यवचनम् ।

धनवतां समादर: सर्वत्र - कलियुगे मनुष्याणाम् आचरणे धर्मस्य प्रभाव: सम्यक् न दृश्यते। कलौ मानवा: प्राय: लोभग्रस्ता: व्यसननिमग्ना: भवन्चि । पञ्चतन्त्रे लोभस्य विनाशकारणता प्रतिपाद्यते। उक्तं च अपरीक्षितकारके - **संवाह्यते लोके तृष्णया** इति ।विष्णुशर्मा कलिचरित्रं सम्यक् जानाति । स जानाति यत् मनुष्या: प्राय: हितकारकं वचनं न शृण्वन्ति, ते केवलं भूतिम् याचन्ते । यस्य धनसमृद्धि: अभूत् स एव इदानीं वरणीय: सञ्जात: । धनलाभलोभात् तस्य धनाढ्यस्य वचनं सर्वे सादरं शृण्वन्ति । धनिजनस्य अन्याय्यं कार्यं प्रति कोऽपि धिक्कारं न ज्ञापयति । अत: उच्यते अपरीक्षितकारके - **सर्वमलज्जकरमिह यत् कुर्वन्तीह परिपूर्णा:** इति । अर्थेन इदानीं पापं पुण्यायते सर्वं च ईप्सितम् आयत्तीभवेत् । उक्तं च मित्रभेदे - **नहि तद् विद्यते किञ्चिद् यदर्थेन न सिध्यति** इति ।

पञ्चतन्त्रस्य इयं स्पष्टवादिता वास्तवधर्मिता चैव अस्य ग्रन्थस्य लोकप्रियताया:

अन्यतमं कारणम् । पञ्चतन्त्रे प्रतिफलितं जीवनदर्शनम् अद्यापि प्रासङ्गिकम् । तत्र एकत्र धर्मस्य चिरन्तनी वार्ता विद्यते, अन्यत्र तु आधुनिकसमाजचित्रस्य वास्तवता उपस्थाप्यते। द्वयो: नूतनपरातनयो: चिन्तनयो: सम्मेलनं हि अस्य ग्रन्थस्य ग्रन्थकर्तु: च अमरतया: मूलकारणम् । यत् यत् कर्तव्यं तत् तत् अस्ति अत्र, यत् यत् अकर्तव्यं तत् तत् अपि अत्र निषेधमुखेन उपस्थाप्यते । अत: न्यायान्यायकर्तव्याकर्तव्यज्ञानाय अवश्यं पाठ्यं पञ्चतन्त्रम् ।

আধুনিক জীবন ও সংস্কৃত গল্পসাহিত্য

শ্রী দিব্যেন্দু চৌধুরী

ভূমিকা :

কথায় আছে বন্যেরা বনে সুন্দর , শিশুরা মাতৃক্রোড়ে । হ্যাঁ, মায়ের কোল-ই হলো একজন শিশুর এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়ো ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল। একজন শিশু জন্মের পর তখনই খুব অসহায় বোধ করে যখন তার মা তার কাছে থাকে না । এরপর সেই শিশু ধীরে ধীরে বড়ো হয় এবং তার সাথে পরিচয় হয় তার বাবা, ঠাকুমা, ঠাকুরদা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে। আমরা যখন শিশু ছিলাম তখন আমাদের কান্না থামাবার জন্য বাড়ির বয়স্করা বিশেষত: মা ও ঠাকুমা মিষ্টি মিষ্টি ছড়া সুর করে শোনাতেন_____'' সোনা ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বর্গী এলো দেশে... ইত্যাদি। আবার শিশুর বায়না (আবদার) মেটাতে না পারলে, অশান্ত শিশুকে শান্ত করার কৌশল হিসেবে একই অস্ত্রের ব্যবহার ছিল বহুল প্রচলিত। এ তো গেল শিশু বয়সের কথা। এরপর আমরা যখন আরো একটু বড় হয়েছি, অল্প-অল্প, আধো-আধো কথা বলতে শিখছি এবং বড়দের কথা বার্তা বুঝতে চেষ্টা করছি, ঠিক তখন ঘুমানোর আগে ছড়ার পরিবর্তে মা,বাবা, ঠাকুমা কিংবা ঠাকুরদার কোলে শুয়ে তাদের মুখে রাজপুত্র, পশুপাখি , রাক্ষস,দৈত্য প্রভৃতি রূপকথার গল্প শোনাটা এক প্রকার নেশার মতো হয়ে গেল। প্রতিদিন একটা করে মজার গল্প শুনতে শুনতে কখন যে হারিয়ে যেতাম ঘুমের দেশে , তা টের পেতাম না ।

গল্পসাহিত্যের সূচনা ও বিকাশ :

গল্প শোনার আগ্রহ মানুষের মধ্যে এসেছে সহজাত প্রবৃত্তি থেকে । শিশু বয়সে গল্প বলতে মূলত রূপকথার কাহিনীকেই বোঝায়। ঠাকুরমার ঝুলি, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী এবং বিভিন্ন রূপকথার কাহিনী শিশুর মনকে যেমন বিগলিত করে, তেমনি শিহরিত করে গল্পের উপস্থাপনায় । গল্প শোনার আগ্রহ যে শুধুমাত্র শিশুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয় । যে কোনো বয়সের মানুষ হোক না কেন গল্প শুনতে ভালোবাসে না এমন মানুষ দুর্লভ। রূপকথার কাহিনী ছাড়াও বেদ-পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদিতে বর্ণিত কাহিনী ভিন্ন স্বাদে ও বৈচিত্র্যে উপাদেয় হয়েছে। শুধুমাত্র উপস্থাপনার ভিন্নতা বশতঃ একই কাহিনী একাধিক গ্রন্থে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে । গল্প বলা ও গল্প শোনার স্বাভাবিক আকর্ষণ থেকেই গল্পকথার সৃষ্টি । পরবর্তীকালে সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম সমৃদ্ধ শাখারূপে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে নিয়েছে । শুধুমাত্র শিশু বয়সে গল্প শোনার আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান তা নয় । চঞ্চলমতি বালক- বালিকাদের কল্পনা রাজ্যে

গল্পের আকর্ষণ সমানভাবে কাজ করে। আবার অবসর যাপন ও চিত্র বিনোদনের জন্য বয়স্কদের মধ্যেও গল্পের আকর্ষণ কম নয় । গল্পের মাধ্যমে সরাসরি পরিবেশিত হয় নীতিমূলক উপদেশ। একজন অশান্ত শিশুকে শান্ত করতে পারে যেমন একটি গল্প ,তেমনই একজন বিপথগামী মানুষকে তার কৃত কর্মের সম্ভাব্য পরিণতি বিষয়ে আগাম বার্তা প্রেরণ করে তাকে সঠিক পথের দিশা দেখাতে পারে নীতিমূলক গল্প সাহিত্য । কিভাবে ধর্ম পথে চলা উচিত,কেমন ব্যবহার করা উচিত,অহংকার কেন বর্জনীয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করে সমাজকে সঠিক পথের দিশা দেখাতে পারে গল্প সাহিত্য।গল্প সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত গল্পসমূহ মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত _____১. মানুষের গল্প (Fable) ২. পশুপাখি অবলম্বনে রচিত গল্প (Fairy Tales) . এই দুই শ্রেনীর গল্পেরমধ্যে আছে নীতি শিক্ষা ও জনপ্রিয় তত্ত্বকথার মেলবন্ধন। তবে সংস্কৃত উপাখ্যান সাহিত্যে সর্বত্র এই নিয়ম মানা হয়নি । কেউ কেউ গল্প সাহিত্যকে আবার তিন ভাগে ভাগ করেছেন। ১. পশুপক্ষী অবলম্বনে রচিত নীতিকথা ২. মনুষ্য ,গন্ধর্ব এবং দৈত্যাদি অবলম্বনে রচিত রূপকথা ৩. জনপ্রিয় লোককথা ।

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের কয়েকটি প্রধান গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

পঞ্চতন্ত্র : নীতিকথা সমৃদ্ধ গল্প সাহিত্যের মধ্যে সর্বপ্রাচীন গল্প গ্রন্থ হল পঞ্চতন্ত্র । ছাত্রসমাজে লব্ধকীর্তি বিষ্ণুশর্মা এই গ্রন্থের রচয়িতা। বাইবেলের পর পৃথিবীতে এত বহুল প্রচারিত গ্রন্থ আর নেই। প্রায় পঞ্চাশটি ভাষায় দুইশতাধিক সংস্করণে প্রকাশিত এই গ্রন্থ। যে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে এর অনুবাদ করা হয়েছিল তা আজ লুপ্ত । গ্রন্থটি সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের পরবর্তীকালে রচিত । পঞ্চতন্ত্রে দীনার শব্দের ব্যবহার থাকায় অনেকে আবার একে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ের রচনা বলে মনে করেন ।

মূল পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থটি পাঁচটি তন্ত্র বা খন্ডে বিভক্ত। যথা – ১. মিত্রভেদ ২.মিত্রপ্রাপ্তি ৩. কাকোলূকীয় বা সন্ধিবিগ্রহ ৪.লব্ধপ্রনাশ ৫. অপরীক্ষিতকারক ।প্রতিটি তন্ত্র আবার ছোট ছোট নীতি মূলক গল্পের সমাহার । দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত মহিলারোপ্য নামক নগরের রাজা অমর শক্তির জড়ধী তিন পুত্রকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য বিষ্ণু শর্মা এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন। যদিও অমরশক্তি ও বিষ্ণুশর্মা নামের ঐতিহাসিকত্ব আজও নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

হিতোপদেশ :

সংস্কৃত গল্প সাহিত্যে পঞ্চতন্ত্রের রচনারীতির অনুকরণে রচিত একটি জনপ্রিয় গল্পগ্রন্থ হিতোপদেশ । এই গ্রন্থের রচয়িতা রাজা ধবলচন্দ্রের সভাকবি নারায়ণ শর্মা । পাটলিপুত্রের রাজা সুদর্শন-এর পুত্রদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থটি রচিত। হিতোপদেশ গ্রন্থটি মোট

৪৩টি গল্পের সংকলন । তন্মধ্যে ২৫টি গল্প গ্রহণ করা হয়েছে পঞ্চতন্ত্র থেকে । আনুমানিক খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের পূর্বে গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল । হিতোপদেশ গ্রন্থটি চারটি ভাগে বিভক্ত ১.মিত্রলাভ ২.সুহৃদভেদ ৩.বিগ্রহ ৪.সন্ধি ।গল্পের বেশিরভাগ অংশ পঞ্চতন্ত্র থেকে নেওয়া হলেও গল্পকারের স্বকীয়তায় ও ঘটনা বিন্যাসের কৌশলে তা নতুন আঙ্গিকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সহজ সরল ভাষায়, বর্ণনার নৈপুণ্যে, তথ্য পরম্পরার বৈচিত্রে এবং চরিত্র-চিত্রণে লেখকের মুন্সীয়ানা স্পষ্ট। এই গ্রন্থে বর্ণিত গল্পগুলি শিশুদের কল্পনারাজ্যে খুব সহজেই মায়াময় আবেশ সৃষ্টি করে । তাই বলা যায় কথার ছলে বালকদের নীতি শিক্ষা দানের জন্য তার এই প্রয়াস সার্থক ।

বৃহৎকথা :

একলক্ষ শ্লোকে পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত **বৃহৎকথা** গল্পসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ । এর রচয়িতা হলেন গুনাঢ্য। যদিও মূল গ্রন্থটি আজও অনাবিষ্কৃত । কবি সুবন্ধু, বানভট্ট ও দণ্ডী তাদের রচনায় গুনাঢ্যের বৃহৎকথার উল্লেখ করেছেন। নবম খ্রিস্টাব্দের পূর্বে একখানি কাম্বোডিয়া লিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। এই সকল তথ্য সমূহ বিচার করে বলা যায় যে ষষ্ঠ শতকের পূর্বে গুণাঢ্যের বৃহৎকথার অস্তিত্ব প্রমাণিত সত্য। ক্ষেমেন্দ্র রচিত বৃহৎকথামঞ্জরী অনুসারে গুনাঢ্যের জন্ম প্রতিষ্ঠানপুরে । তিনি রাজা সাতবাহন-এর প্রিয় পাত্র ছিলেন। গুণাঢ্যের বৃহৎকথা কে আশ্রয় করে পরবর্তীকালে অনেক গল্প গ্রন্থ রচিত হয় । তাদের মধ্যে বুদ্ধস্বামী রচিত **বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ** সবচেয়ে প্রাচীন । আটাশটি সর্গে এবং ৪৫৩৯ শ্লোকে উপলভ্যমান এই গ্রন্থটি একটি অসমাপ্ত গ্রন্থ । এছাড়াও ক্ষেমেন্দ্র রচিত **বৃহৎকথামঞ্জরী** বৃহৎকথা অবলম্বনে রচিত অপর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । ৭৫০০ শ্লোক যুক্ত এই গ্রন্থটি সম্ভবত একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রচিত। জনশ্রুতি অনুসারে ক্ষেমেন্দ্র ছিলেন কাশ্মীর রাজ অনন্তের সভাকবি। বৃহৎকথা অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ বানভট্টের পুত্র রচনা করেন কথাসরিৎসাগর। তিনি ছিলেন কাশ্মীর রাজ অনন্তের সভাকবি । সূর্যমুখীর চিত্তবিনোদনের জন্য তিনি প্রায় ২৪০০০ শ্লোকে এই গ্রন্থ রচনা করেন । কবির কথায় জানা যায় যে বৃহৎকথার সংক্ষিপ্ত রূপকে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে তার এই প্রয়াস । উপরিউক্ত গল্প গ্রন্থ গুলি ছাড়াও আরো কিছু গল্প গ্রন্থ যা সংস্কৃত গল্প সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য চিন্তামণিভট্ট রচিত **শুকসপ্ততিকথা,** শিবদাস রচিত **বেতালপঞ্চবিংশতি,** অজ্ঞাতনামা লেখক কর্তৃক রচিত **সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা** বা **বিক্রমার্কচরিত**, বিদ্যাপতি রচিত **পুরুষপরীক্ষা,** রাজশেখরের **প্রবন্ধকোষ** এবং মেরুতুঙ্গের **প্রবন্ধচিন্তামণি**।

উপসংহার : মূলত যে তিনটি কারণে সংস্কৃত গল্প সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল এবং তা বিশ্বের দরবারে জনপ্রিয়তালাভ করেছিল, তার উপযোগিতা আজকের কর্মব্যস্ততার দিনে ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু । একদা অবসর যাপন ও চিত্তবিনোদনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল যে গল্প সাহিত্য তার পরিবর্ত হিসাবে টেলিফোন , টেলিভিশন, ইন্টারনেট , দৈনিক পত্রিকা ও কম্পিউটার অনেক সহজলভ্য হয়েছে । আজকের যুবসমাজ তো মুঠোফোন ছাড়া কিছু ভাবতেই পারে না । অবসরযাপন , চিত্তবিনোদন , অনলাইন পড়াশোনা , আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন সমস্ত কর্মকাণ্ড সাধিত হচ্ছে ছোট্ট একটি মুঠোফোনে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় নীতিমূলক গল্পের পাঠদান প্রায় নেই বললেই চলে। ফলস্বরূপ বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ন্যায়-নীতিবোধ ,মূল্যবোধ গড়ে উঠতে সমস্যা হচ্ছে , যার প্রভাব সমাজ জীবনে সুদূরপ্রসারী । মানসিকতা ও মূল্যবোধের অভাবে বর্তমান সমাজের অবক্ষয় দেখা দিচ্ছে। সন্তানের হাতে পিতা-মাতার মৃত্যু , বৃদ্ধাশ্রম ব্যবস্থা , বিষয় সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমা , কন্যাভ্রূণ নষ্ট ও কন্যা সন্তান হত্যা , রাজনৈতিক হানাহানি এই সব-ই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ । পরিশেষে একটা কথা বলা যায় যে ছোট্ট একটি চারা গাছ থেকে একটি মহীরুহে পরিণত হতে যেমন মাটি- আলো-বাতাস এর পাশাপাশি উপযুক্ত পরিবেশ দরকার হয় , তেমনই একটি সুস্থ-স্বাভাবিক ও আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে প্রয়োজন সুশিক্ষিত, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানবজাতির। তাই মানবজাতির স্বার্থে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অবিলম্বে শিশুদের পাঠ্যক্রমে নীতিকথা সমৃদ্ধ গল্পসাহিত্যের পুনরুত্থান আবশ্যক। এই মহৎ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য আসুন আমরা প্রত্যেকে ব্রতী হই ।

মানব জীবনে গল্পসাহিত্যের প্রভাব

মিঠু হালদার

ভূমিকা – সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম সমৃদ্ধ শাখারূপে গল্পসাহিত্যের এক বিশিষ্ট স্থান আছে। গল্প শোনার আকর্ষন মানুষের সহজাত। শিশুমনে তাই তো এত আকুতি গল্প শোনার। মায়ের বলা মিষ্টি মধুর ভঙ্গিতে গল্প শুনতে শুনতে যেমন ঘুমিয়ে পড়ে শিশু, আবার কত ব্যথা আঘাত এই গল্পেই নিমেষে উধাও হয়ে যায়। সহজাত বলেই তো গল্পের আকর্ষণ ও চিরন্তন। গল্প শোনার আকর্ষণ আরও তীব্র হয় তখনই, যখন গল্প বলার ভঙ্গি সুন্দর হয়। বারবার শুনে ও মনের পিপাসা মেটে না। গল্প বলার, গল্প শোনার স্বাভাবিক আকর্ষণ ও সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে গল্পসাহিত্য। গল্পসাহিত্যের বিস্তার–প্রাচীন কাল থেকেই গল্প মানুষের মনের একটা বৃহৎ স্থান অধিকার করে রয়েছে। তা যে শুধুই চিওবিনোদন, মনের অনুভূতির প্রকাশ বা সময় কাটানো তা কিন্তু নয়, বরং গল্পের মধ্যে দিয়ে বাস্তব ধ্যান ধারনার উন্মেষ ঘটে। ধর্ম কি? কেমন করে তা পালনীয়? জীবনের কাম্য কি? জীবনের আনন্দ উপলব্ধির সন্ধান কেমন করে পাওয়া যায়? এর সমাধান সূত্র ও গল্পের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে গেথে দেওয়ার প্রচেষ্টা ছিল।

উৎস–গল্পসাহিত্যের প্রথম বীজ দেখতে পাওয়া যায় ঋগ্বেদের ভেকসূক্তে । এর পর ব্রাহ্মণের শুন:শেপের কাহিনীতে, ছান্দোগ্যউপনিষদে মহাকাব্যে,পুরানে সর্বত্র গল্প ক্ষুদ্র চারাগাছের মতো বর্ধিত হতে হতে বিটপীর মতো সাহিত্যের রূপ নিয়েছে। গল্প সাহিত্য – সৃষ্টিতে রাজরাজাদের অবদান ও কম নয়। রাজপরিবার আগামী প্রজন্মকে সবদিক থেকে যোগ্য করে তুলতে নানান শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহন করত। সেখানে নীতিশিক্ষা জন্য নীতিশাস্ত্র, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অর্থশাস্ত্র, প্রজাপালনের জন্য সামাজিক শিক্ষা – সবকিছুর ব্যবস্থা থাকত। যাঁরা শিক্ষা দিতেন তাঁরা রাজদরবারে রাজাদের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতেন। কত সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে এখান থেকেই। গল্প সাহিত্য সৃষ্টিতে রাজশক্তির অবদান অনস্বীকার্য। উদ্ভবের কারণ – গল্প সাহিত্যের উদ্ভবের মূলে আছে তিনটি কারণ – ১)অবসর যাপন২) চিওবিনোদন এবং৩) নীতিশিক্ষা দান। এককালে কোমলমতি রাজকুমারদের অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতিতে ব্যুৎপন্ন করার জন্যই গল্প রচনায় প্রবৃত্ত হন। শিশুশিক্ষার বাহনরূপে তাই গল্পসাহিত্যের এক বিশিষ্ট স্থান আছে।

উদ্দেশ্য – গল্প সাহিত্যের উদ্দেশ্য হল গল্পের মাধ্যমে নীতিশিক্ষা দান। বৈদিক সাহিত্যের গল্প গুলিতে সেই বৈশিষ্ট্য না থাকলে ও এই গল্প গুলিই যে প্রাচীন ভারতীয় গল্প কথার

পথিকৃৎএ বিষয়ে সন্দেহ নেই। শ্রেনীবিভাগ–গল্প সাহিত্যের অন্তর্গত গল্প সমূহ দুটি সুনির্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত – প্রথমত নীতিমূলক, যা পশুপক্ষী অবলম্বনে রচিত। দ্বিতীয়ত, রূপকথা–যা মানুষ, দৈত্যদানব নিয়ে রচিত। ইংরেজীতে এদের নাম যথাক্রমে Fairy tales এবং Fable. উভয়শ্রেনীর গল্পের মধ্যে আছে নীতিশিক্ষার প্রতিফলন, আছে জনপ্রিয় তত্ত্বকথা। এছাড়া ও শিশুদের মনোগ্রাহী করার জন্য সরল ও অনাড়ম্বরভাবে কাহিনী পরিবেশন এবং কাহিনীর শেষে নীতিমূলক শ্লোক সন্নিবেশ গল্প সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে কোন কোন সমালোচক, লোককথাকে গল্প সাহিত্যের আর একটি ধারা বলে উল্লেখ করতে আগ্রহী। যেমন জাতকের গল্প,জৈনদের কথানক ইত্যাদি।
গল্প যাইহোক – না– কেন, উদ্দেশ্য যে মহৎ – এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তার কারণ – অতি প্রাচীন গল্প, যেমন – মনুমত্স্যকথা, ছান্দোগ্য উপনিষদের কুকুরের আখ্যান, মহাভারতের পক্ষীর গল্প, গুণাঢ্যের বৃহৎকথার গল্প ও আজও মানুষের মুখে – মুখে এবং ছোটদের প্রিয় হয়ে বিরাজ করছে। গল্পগুলি যে নিছক গল্প ছিল না – তা ছিল উদ্দেশ্য প্রনোদিত, তাই প্রমাণ করে এবং সাহিত্য রূপ নিয়ে স্রোতস্বিনী গঙ্গার মতো আজও প্রবহমান। গল্প সাহিত্যের উৎস হল – ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ। পরবর্তী কালে গল্প সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে সাহিত্যগুলি তা হল পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথাসরিত্সাগর প্রভৃতি।

পঞ্চতন্ত্র

ভূমিকা – গল্প সাহিত্যের গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে একটি হলো পঞ্চতন্ত্র। বর্তমানে বিজ্ঞানের সর্বশেষ অত্যাধুনিক আবিষ্কার কম্পিউটারের যুগে বসে শিশুদের, ছোট্ট ছোট্ট কিশোরদের বই রাখার জায়গায় দু–চারখানা বই নাড়াচাড়া করলে এমন একখানি বই পাওয়া যাবে, যাতে রয়েছে কাকের বুদ্ধির গল্প, শশকের বুদ্ধির গল্প। ওই বইটি হল পঞ্চতন্ত্রের এক তন্ত্র। গল্পসাহিত্যের সর্বাধিক প্রাচীন এবং উল্লেখযোগ্য যে বই, তার নাম পঞ্চতন্ত্র। এই গ্রন্থের রচয়িতা প্রথিতযশা শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত বিষ্ণুশর্মা । পঞ্চতন্ত্র প্রকাশিত হয়েছে প্রায় ৫০ টি ভাষায়, যা বাইবেল ধর্মগ্রন্থটিকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে। পঞ্চতন্ত্র বইটি লেখার পিছনে একটি কাহিনী রয়েছে তা হল –দাক্ষণাত্যের মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমরশক্তির মূর্খ ও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন পুত্রদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিষ্ণুশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ – নামে গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে অনেক ছোট ছোট গল্প রয়েছে, যার প্রত্যেকটিরই নীতিকথা আছে। নীতিশিক্ষা বিষয়ে এটি সমাজে মর্যাদায় আদৃত। বইটি ভাষায় সাবলীলতা বা সরলভাষার প্রয়োগ, পরিহাস কৌতুকের অধিকারী, যার জন্য এই গল্পগুলি মানুষের কাছে এত গ্রহণীয়। মানব চরিত্রের দোষ গুণ বোধ বুদ্ধি প্রকাশে গল্পগুলির বিচরণ অত্যন্ত

সাবলীল। শ্রেণীবিভাগ–পঞ্চতন্ত্র বইটিকে বিষ্ণুশর্মা পাঁচটি তন্ত্র বা অধ্যায় ভাগ করেছেন – ১) মিত্রভেদ ২) মিত্রপ্রাপ্তি ৩) কাকোলূকীয় বা সন্ধিবিগ্রহ ৪) লব্ধপ্রণাশ ও ৫) অপরীক্ষিতকারক। পাঁচটি তন্ত্রে মোট ৬৩টি গল্প আছে। এই গল্পের শুরুতে লেখক নিজেই একটি শ্লোকে বলেছেন –

সকলার্থশাস্ত্রসারং জগতি সমালোক্য বিষ্ণুশর্মেদম্।
তন্ত্রৈঃ পঞ্চভিরেতশ্চকার সুমনোহরং কাব্যম্ ।

পাঁচটি তন্ত্রের বিভিন্ন গল্পের মধ্য দিয়ে রাজনীতি, অর্থশাস্ত্র, জীবনমুখী বাস্তবজ্ঞান, সমাজবিষয়ক জ্ঞান, নীতিজ্ঞান–সহজ সরল ও সাবলীল ভাষায় চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে।

১) মিত্রভেদ: পঞ্চতন্ত্রের প্রথম তন্ত্রের নাম মিত্রভেদ। এতে মোট ২২টি গল্পের সমাবেশ আছে। এখানে যে চরিত্রগুলি মূল গল্পে রয়েছে, তা হল দমনক ও করটক নামে দুটি শৃগাল, পিঙ্গলক নামে এক সিংহ এবং সঞ্জীবক নামে এক বৃষভ। মূল গল্পটিকে কেন্দ্র করে মোট ২১ টি গল্প আছে। মূল গল্পে দেখা যায় – বনের মধ্যে হঠাৎ সঞ্জীবক উপস্থিত হলে সিংহ ভীত হয়। সিংহ ও সঞ্জীবকের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন করে দেয় দুষ্টবুদ্ধি দমনক। এদের মধ্যে মিত্রতা করিয়ে দিলেও তার উল্টো ফল হয়। এতে উভয়ের মধ্যে ভেদবুদ্ধি স্থাপন হয়। তাতে দুজনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং সঞ্জীবক মারা যায়। দমনক মন্ত্রী হয়। এতে রাজনীতির নানারকম নীতির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। এই রকম আরও নানা গল্প যেমন–জীর্ণধন বণিকের কথা, কাকের বুদ্ধিতে কেউটের বিনাশ, শশকের বুদ্ধিতে সিংহের বিনাশ ইত্যাদি।
২) মিত্রপ্রাপ্তি–দ্বিতীয় তন্ত্রটির নাম মিত্রপ্রাপ্তি। এতে ৬টি গল্প আছে। লঘুপতনক নামে এক কাকের গল্প দিয়ে শুরু আরও পাঁচটি গল্প এই গল্পটিকে কেন্দ্র করেই রচিত।
৩) কাকোলূকীয়–এতে ৪টি গল্প আছে। কাক ও পেচকের মধ্যে শত্রুতা ই এই গল্পের সূত্রপাত। একে কেন্দ্র করে আরও ৪টি গল্প রচিত হয়েছে।
৪) লব্ধপ্রণাশ – এতে ষোলোটি গল্প আছে।
৫) অপরীক্ষিতকারক–এতে পনেরোটি ছোট গল্প আছে। এতে রয়েছে রাজনীতি, অর্থশাস্ত্র, নীতিবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গল্প। এরপরে আরও অনেক গল্পগ্রন্থ আছে এর মধ্যে অন্যতম হল হিতোপদেশ।

হিতোপদেশ

হিতোপদেশ গল্পগ্রন্থটি পঞ্চতন্ত্রের মতোই উপভোগ্য। হিতোপদেশের জনপ্রিয়তা বেশি বাংলাদেশেই। রাজা ধবলচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন নারায়ণ শর্মা । তিনিই পাটলিপুত্রের

রাজা সুদর্শনের পুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্যে এই হিতোপদেশ রচনা করেন। হিতোপদেশের ৪টি অধ্যায়–১) মিত্রলাভ,২) সুহৃদ্ভেদ,৩) বিগ্রহ,৪) সন্ধি। হিতোপদেশের বেশিরভাগ গল্পই পঞ্চতন্ত্রের অনুকরনীয়, তবু লেখক নিজস্ব ভঙ্গিমায় ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে গল্পগুলিকে দারুণ উপভোগ্য করে তুলেছেন। এর মধ্যে বীরবরের আত্মত্যাগ গল্পটি তো সকলকে আকর্ষণ বহুগুণ বৃদ্ধি করে। মুনি – মূষিক কথা গল্পটি তো আজও মানুষের মুখে মুখে। বিশেষ করে এই গল্পগুলি বালক বালিকার মনে স্বাভাবিক আনন্দ, মজা, কৌতুহল সৃষ্টি করতে অনেক বেশি গতিসম্পন্ন।

উপসংহার – বর্তমান মানব জীবনে প্রাচীন গল্পসাহিত্য গুলির প্রভাব অপরিহার্য। বর্তমান যুগ কম্পিউটারের যুগ তাহলেও এই গল্পসাহিত্যের গল্প গুলি ছোট্ট শিশুদের মনকে নাড়া দেয়। এইগুলি থেকে অনেক শিক্ষার ও প্রাপ্তি ঘটে।

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যে বেতাল পঞ্চবিংশতি

রিয়া পাল

গল্প-সাহিত্যের অন্যতম অমূল্য সম্পদ হল পঁচিশটি গল্পের সংকলন বেতাল পঞ্চবিংশতি। পঁচিশটি গল্পের চারটি রূপ বা সংস্করণ পাওয়া যায় - ১) শিবদাস রচিত সংস্করণ , ২) জম্ভল দত্ত রচিত সংস্করণ ,এই সংস্করণে নীতিমূলক শ্লোক নেই । ৩) বল্লভ দাস রচিত সংক্ষিপ্ত রূপ এবং ৪) অজ্ঞাতনামা কোনো রচয়িতার গ্রন্থ । তবে শিবদাস রচিত সংস্করণ টি অধিক সমাদৃত ও প্রচলিত। ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎ কথা মঞ্জরী (১২২০টি শ্লোকে) ও সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে (২১৯৫ টি শ্লোকে) বেতাল পঞ্চবিংশতির গল্পগুলি পদ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে । অতএব অনুমান করা যায় যে, বৃহৎকথা এইবেতাল পঞ্চবিংশতি-র উৎস । বেতালের গল্পগুলি অতি প্রাচীন এবং এইগুলি লোকসাহিত্যের (folk literature)মৌখিক গল্পের আকারে সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে হয় । ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেবকৃত রচনাগুলি একাদশ শতকে রচিত । ফলে শিবদাস রচিত গদ্য- পদ্য মিশ্রিত সংস্করণ টি দ্বাদশ শতকের পরবর্তী ।

গ্রন্থটিতে বর্নিত কাহিনির সংক্ষিপ্ত রূপ হল - রাজা বিক্রম সেন (কেউ কেউ বিক্রমাদিত্য বলেন) হত্যার চক্রান্তে লিপ্ত শান্তশীল নামক এক সন্ন্যাসী প্রতিদিন একটি করে ফল উপহার দিতেন , যার মধ্যে থাকত একটি রত্ন । রত্ন উপহারের কারণ জিজ্ঞাসায় তিনি রাজাকে তাঁর শব সাধনায় সিদ্ধিলাভে সাহায্য চান । ফলে সন্ন্যাসীর অনুরোধে শ্মশানের কোনো এক বৃক্ষ থেকে শব আনতে গভীর রাত্রে একাকী যান। শ্মশানে স্থিত বৃক্ষ থেকে লম্ব মান শব দেহটি আনতে গেলে সেই শব দেহটি মৃত্তিকা স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে জীবিত হয়ে ওঠে । আসলে এই শব দেহকে এক বেতাল আশ্রয় করেছিল । সে রাজাকে বলে যে সে তাঁকে একটি গল্প বলবে এবং একটি প্রশ্ন করবে । রাজা সদুত্তর দিতে পারলে সে যথাস্থানে ফিরে যাবে । অন্যথায় রাজার মৃত্যু ঘটবে ।এই শর্তে বেতাল প্রতিদিন একটি গল্প বলে , আর একটি প্রশ্ন করে । বুদ্ধিমান রাজাও প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন । এই ভাবে ২৪ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর ২৫ দিনের প্রশ্নের পর রাজার পাণ্ডিত্য ও বীরত্বে প্রীত হয়ে বেতাল সন্ন্যাসীর ষড়যন্ত্রের কথা রাজার কাছে প্রকাশ করেন এবং বেতালের পরামর্শে রাজা ধৃত সন্ন্যাসীকে হত্যা করে সুখে রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করতে লাগলেন । রাজা বিক্রম সেন বা বিক্রমাদিত্য প্রাচীন ভারতীয় গল্প সাহিত্যের প্রায় উপকথার নায়কের মর্যাদা লাভ করেছেন ।

বেতাল পঞ্চবিংশতির রচনা রীতি ও বর্ণনাভঙ্গী সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ও বৈচিত্র্যময় । বেতালের প্রশ্ন গুলি মূলত জনপ্রিয় মজাদার ধাঁধা । কিন্তু কাহিনী গুলি অতি কৌতূহলোদ্দীপক ও হৃদয়গ্রাহী । প্রত্যেকটি গল্প অভিনবত্ব , অবাধ কল্পনার বিস্তার , হাস্য রস পরিবেশন , বুদ্ধিদীপ্ত চাতুর্য নৈপুণ্যে অসাধারণ , সেই সঙ্গে লোকসাহিত্যের মৌলিক ছাপ বর্তমান । জনপ্রিয়তার নিরিখে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাদেশিক ভাষাতে গ্রন্থটি অনুদিত হয়েছে ।

বেতাল বলল , মহারাজ ! আমি তোমার সাহস ও অধ্যবসায় দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হয়েছি । এখন তোমায় কিছু উপদেশ দিচ্ছি , অবধান পূর্বক শ্রবণ কর ।যে যোগী তোমায় শবানয়নে নিযুক্ত করেছে , সে কুম্ভকারকুলে উৎপন্ন , তাহার নাম শান্তশীল। আর , যে শব নিয়ে এসেছো , এটা ভোগবতীর অধিপতি রাজা চন্দ্রভানুর মৃতদেহ । শান্তশীল , যোগসিদ্ধির নিমিও , অনেক কৌশলে চন্দ্রভানুর প্রানবধ করে , প্রায় কৃতকার্য হয়ে আছে । এখন , তোমার প্রানসংহার করতে পারলেই,উহার মনস্কামনা পূর্ণ হয় । এজন্য আমি তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি , যোগী পূজাসমাপন করে তোমায় বলবে , মহারাজ ! সাষ্টাঙ্গ প্রনাম কর, তদানুসারে তুমি যখন প্রনাম করবার জন্য নীচু হবে , তখন ই সে খড়্গপ্রহার করে তোমার প্রানসংহার করবে। অতএব , তুমি কোন ও ক্রমে , প্রনাম না করে বলবে , আমি কোনো কালে সাষ্টাঙ্গপ্রনাম করি নি ,। এবং কিভাবে প্রনাম করতে হয় সেটা জানি না । আপনি কৃপা করে দেখিয়ে দিলে প্রনাম করতে পারব । তারপর সে যখন সাষ্টাঙ্গ প্রনাম দেখাতে যাবে তখন তুমি খড়্গ দিয়ে প্রহার করবে , তারপর রাজা চন্দ্রভানু ও শান্তশীল উভয়ের মৃতদেহ ফুটন্ত তেলে তে দিয়ে দেবে তাহলেই তুমি শান্তশীলের সমস্ত রূপফল পেয়ে যাবে ।

গল্পসাহিত্যে পঞ্চতন্ত্র

তিয়াশা হাজরা

গল্প এই শব্দটা শুনলেই আমাদের প্রত্যেকের মনে একটা আগ্রহ তৈরি হয় এর পাশাপাশি সাহিত্যচর্চার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই আমরা এই ধরনের সাহিত্য পেয়ে থাকি এবং এটিকে সম্পদ বলে গণ্য করা হয় যেটি হল যৌথ সম্পদ। বলা বাহুল্য ইংরেজিতে গল্প সাহিত্য কে দুই ভাগে ভাগ করা হয় প্রথম প্রকারের সাহিত্যে পশুপাখির চরিত্র প্রধান দ্বিতীয় প্রকারের সাহিত্যে মানব চরিত্রের প্রাধান্য থাকলেও পশুপাখির চরিত্রও দেখা যায় এবং সংস্কৃত গল্প গ্রন্থগুলি উভয় প্রকার সাহিত্যের সংমিশ্রন।বৈদিক সাহিত্য সংস্কৃত গল্প সাহিত্যের উৎস নয় এমনটাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে। সম্ভবত গল্প সাহিত্যের উৎস হিসেবে লোক প্রচলিত নীতি মূলক গল্প ভান্ডার কে ধরা হয়ে থাকে। মূলত তিনটি উদ্দেশ্যেই সংস্কৃত গল্প সাহিত্য রচনার প্রেরণা জুগিয়েছে। সেগুলি হল –অবসর যাপন ,চিত্র বিনোদন ও শিশুদের শিক্ষাদান।

জীবন প্রকৃতি ও রাজনীতির সঙ্গে রাজকুমারদের পরিচয় ঘটানো হয়েছে গল্পের মাধ্যমে। রাজনীতির পটভূমিকায় রচিত সংস্কৃত গল্প সাহিত্যের মাধ্যমে নীতিবোধ কে জাগ্রত করার চেষ্টা ছিল এমনটা দেখা গেছে।

▪সংস্কৃত গল্প সাহিত্যের মধ্যে পঞ্চতন্ত্র খুবই উল্লেখযোগ্য। আমরা সকলেই জানি যে এই গ্রন্থ মূলত নীতিকথা মূলক এবং এটিকে নীতিকথা মূলক গল্প সাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন বা পুরানো গ্রন্থ হিসেবে ধরা হয়। খ্রিস্টান ধর্ম গ্রন্থ বাইবেল এটির পরেই সম্ভবত এই গ্রন্থটি সর্বাধিক প্রচারিত। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে এটি কতটা উল্লেখযোগ্য এবং এই গ্রন্থের সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই এক মহান শিল্পী হবেন! কিন্তু সেই মহান শিল্পী বা লেখকের আমাদের নিকট অজ্ঞাত। তবে বলা বাহুল্য বিষ্ণুশর্মা নামের এক ব্রাহ্মণ কে এই পঞ্চতন্ত্রের লেখক রূপে বর্ণনা করা হয় এবং গল্পে শোনা যায় বা কথিত আছে যে , দাক্ষিণাত্যের এক নগর মহিলারোপ্য রাজা অমর শক্তি র পুত্রদের নীতিশিক্ষা দান ও সুবুদ্ধি দান করে সেই পুত্রদেরকে উপযুক্ত করার উদ্দেশ্যেই এই পঞ্চতন্ত্র রচনা করেন বিষ্ণু শর্মা । বলা বাহুল্য ,অনেকে মনে করেন তিনি নাকি ছিলেন স্বয়ং চাণক্য। এখন যদি এই গল্পটি সত্য বা সঠিক হয় তাহলে এই গল্পটির রচনাস্থান দাক্ষিণাত্যেই বলে মনে হবে যদিও এই গ্রন্থের মূল সৃষ্টিকর্তা আমাদের নিকট যেমন অজ্ঞাত ঠিক তেমনি এই গ্রন্থের রচনা স্থান আমাদের নিকট অজ্ঞাত। পহ্লবী নামক এক বিশেষ ধরনের ভাষায় এটির অনুবাদ হয় এবং এই ভাষার ব্যবহার দেখেই বোঝা যায় যে, এই গ্রন্থ খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ

শতকের আগের পৃথিবীর প্রায় 50 টি ভাষায় এই গ্রন্থটি হয়েছে এবং সংস্করণ হয়েছে 200 এর বেশি । এই গ্রন্থের রচনা কাল নিয়ে অনেক মত পার্থক্য রয়েছে। আবার অনেকের মতে এটি খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে রচিত হয়েছে। এটি মহাভারতের সঙ্গে পরিচিত ছিল তাই এটি রচনাকাল খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের পর বলেও অনেকে মনে করেন।
এই পঞ্চতন্ত্রে মূল গল্পের মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট ভাগ করা হয়েছে এই ছোটগল্প গুলিও বিচিত্রতায় পরিপূর্ণ এমনকি এর নীতি গুলি ও সহজ সরল সুন্দর ও হৃদয়ে রাখার মত , এমনই শ্লোকের দ্বারা পরিস্ফুটিত হয়েছে।এই পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থের কথাবার্তা বা কথোপকথন গুলি বেশ সুন্দর বেশি বড় নয় অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত কথোপকথন এবং তা গ্রহণযোগ্য । এই গ্রন্থের ভাষাগুলি ও সরল ও স্বচ্ছ এছাড়াও বর্ণনা সংলাপ প্রভৃতি কিছুই আমাদেরের গ্রহণের বাইরে নয়।পাঁচটি খণ্ডে বা তন্ত্রে বিভক্ত এই গ্রন্থের নাম পঞ্চতন্ত্র।যথা– মিত্রভেদ ,মিত্রপ্রাপ্তি , কাকলুকীয়, লব্ধপ্রনাশ , অপরীক্ষিতকারক।
খন্ড মিত্রভেদে বাইশ টি গল্প দেখা যায় , মূল গল্পের চরিত্রগুলি হল – দুই শিয়াল এক সিংহ এবং এক বৃষভ । ক্রমে তাদের মধ্যে লড়াই বাঁধে বিশেষ বিশেষ কারণে ।দ্বিতীয়খন্ড মিত্র প্রাপ্তি ,এটিতে মোট গল্প রয়েছে ছটি। তৃতীয় খন্ড কাকলুকীয় , এটির গল্প সংখ্যা চার ।এটিতে এক কাকের কাহিনি দেখা যায় । চতুর্থ খন্ড বা তন্ত্র লব্ধপ্রনাশ এর গল্প সংখ্যা ষোলো টি এবং শেষ খন্ড অপরীক্ষীতকারক এর। গল্প সংখ্যা পনেরো । এবার একটু দেখা যাক কিছু সংস্করন এর দিকে যেগুলি বিভিন্ন সময়ে প্রচলিত হয়ে ছিল । তন্ত্রাখ্যায়িকা নামের সংস্করণ টি অত্যন্ত প্রাচীন একটি সংস্করণ এবং এটি এক কাশ্মীরিয় সংস্করণ । পহ্লাবী সংস্করণের কথা আগেও বলা হয়ছে। খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে পহ্লবী ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের একটি সংস্করণ হয় যেটি পহ্লবী সংস্করণ । বলা বাহুল্য এর রচনাকাল হল আমাদের মহান কবি ভারবি র পরবর্তী তে ।এই সংস্করণের উপর ভিত্তি করেই আমাদের বঙ্গদেশে সকলের পরিচিত হিতোপদেশ এবং নেপালি পঞ্চতন্ত্র রচিত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন ।এছাড়াও উত্তর পশ্চিম ভারতের সংস্করণও দেখা যায় ।যেটির অনেক কাহিনী বা গল্প বিশেষ নাকি বৃহৎকথামঞ্জুরী ও কথাসরিৎসাগর এ উপস্থিত আছে বলেও অনেকে মনে করেছেন । উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা পঞ্চতন্ত্রের প্রভাব সম্মন্ধে বুঝতে পারছি ।

গল্প সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ ধারণা ও সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা

মনীষা অধিকারী

সংস্কৃতসাহিত্যের অন্যতম সমৃদ্ধ শাখারূপে গল্পসাহিত্যের এক বিশিষ্ট স্থান আছে। মানুষের গল্প শোনার সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই ভারতবর্ষে গল্পকথার উদ্ভব হয়েছে ।একই কাহিনী বেদে , পুরাণে , মহাভারতে , কাব্যে বা নাটকে বর্ণিত হয়েছে । কিন্তু উপস্থাপনার ভিন্নতাবশতঃ একই কাহিনী ভিন্ন স্বাদে বা বৈচিত্র্যে উপাদেয় হয়ে উঠেছে । গল্প বলার ও গল্প শোনার স্বাভাবিক আকর্ষণ থেকেই গল্পকথার সৃষ্টি হয়েছে । ঋগ্বেদের ভেকসূক্তে , ব্রাহ্মণের শুনঃশেপের কাহিনীতে , ছান্দোগ্য উপনিষদের সারমেয়ের উপাখ্যানে মানবেতর প্রাণী অবলম্বনে রচিত গল্পের সমাবেশ থাকলেও পরবর্তী কালের গল্পসাহিত্যের সঙ্গে তাদের পার্থক্য আছে । গল্পসাহিত্যের একটি উদ্দেশ্য হল – গল্পের মাধ্যমে নীতিশিক্ষা দান । বৈদিক সাহিত্যের গল্প গুলিতে সেই বৈশিষ্ট্য না থাকলেও এই গল্প গুলিই যে প্রাচীন ভারতীয় গল্প কথার পথিকৃৎ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ।

আমাদের প্রত্যহিক জীবনের তুচ্ছ ঘটনা , পরিচিত পরিবেশের পশুপাখি প্রভৃতি শিশু মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে । শিশু বা পশুপাখি , দৈত্যদানব বা রূপকথার কাহিনী শুনে মুগ্ধ হয়। গল্প বলার ভঙ্গিই গল্প শোনার আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলে ।কিশোরমতি বালক-বালিকাদের কল্পনা রাজ্যে গল্পের আকর্ষণ যেন এক স্বপ্নের মায়াজাল সৃষ্টি করে । অবসর জীবন ও চিত্ত বিনোদনের জন্য বয়স্কদের মধ্যেও গল্পের আকর্ষণ কম নয় । কালিদাস উদয়ন-কথাকোবিদ গ্রাম বৃদ্ধদের কথা উল্লেখ করেছেন । গল্পের মাধ্যমে সরাসরি বা রূপকের ছলে পরিবেশিত হয় নীতিমূলক উপদেশ । গল্পসাহিত্যের উদ্ভবের মূলে আছে তিনটি কারণ-(১) অবসর যাপন , (২) চিত্তবিনোদন এবং (৩) নীতিশিক্ষাদান । এককালে কোমলমতি রাজকুমারদের অর্থশাস্ত্র , নীতিশাস্ত্র প্রভৃতিতে ব্যুৎপন্ন করার জন্যই রাজসভার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা পশুপাখি, মানুষ, গন্ধর্ব, দৈত্য প্রভৃতিকে অবলম্বন করে গল্প রচনায় প্রবৃত্ত হন। শিশু শিক্ষার বাহনরূপে তাই গল্পসাহিত্যের এক বিশিষ্ট স্থান আছে । গল্পসাহিত্যের অন্তর্গত গল্প সমূহ দুটি সুনির্দিষ্ঠ ভাগে বিভক্ত – মানুষের গল্প এবং পশুপক্ষি অবলম্বনে রচিত গল্প। ইংরেজিতে এদের নাম যথাক্রমে Fable এবং Fairy tales . উভয়শ্রেনির গল্পের মধ্যে আছে নীতিশিক্ষার প্রতিফলন , আছে জনপ্রিয় তত্বকথা । এই উভয় জাতীয় গল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ম্যাকডোনাল মন্তব্য করেছেন – **In these fables and fairy tales. The abundant introduction of ethical reflection and popular philosophy is characteristic the apologue with it's moral is peculiarly subject to this method of treatment.** শিশুদের মনোগ্রাহী করার জন্য সরল ও অনাড়ম্বরভাবে

কাহিনী পরিবেশন এবং কাহিনীর শেষে নীতিমূলক শ্লোক সন্নিবেশ গল্পসাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ।প্রাচীন লোকসমাজে জনপ্রিয় লোককথার প্রচলন ছিল । যেমন বৌদ্ধ জাতক গল্পের ন্যায় অবদান গ্রন্থ সমূহে বোধিসত্ত্বের পূর্ব জীবনের নানা কীর্তি- কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই জাতীয় রচনার মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ হল 'অবদানশতক'।এছাড়া 'দিব্যাবদান', 'মহাবস্তু', 'ললিতবিস্তর' প্রভৃতি গ্রন্থেও অনেক গল্পের নিদর্শন আছে। জৈনদের মধ্যেও 'কথানক' রূপে অনেক গল্পের সৃষ্টি হয়েছে । সংস্কৃতের সমলংকৃত গদ্য সাহিত্যে কথা ও আখ্যায়িকা বিশেষ প্রসিদ্ধ । গদ্য সাহিত্যের এই প্রাচীন ভিত্তি ভূমিতেই গ্রথিত হয়েছে সংস্কৃত গল্প সাহিত্যের সুদৃশ্য সৌধ।ইতিহাসের কিংবদন্তি মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে আশ্রয় করে সংস্কৃত সাহিত্যে যে সমস্ত গল্প গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা সেগুলির অন্যতম । সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা, বিক্রমার্কচরিত, বিক্রমচরিত, দ্বাত্রিংশৎপুওলিকা প্রভৃতি বিভিন্ন নামেও পরিচিত । বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে ৩২ টি পুওলিকা খোদিত ছিল । সেই এক একটি পুওলিকা এক একটি গল্প বলেছে । এই ৩২টি পুওলিকার নামেই গল্প গ্রন্থটির নাম হয়েছে দ্বাত্রিংশৎপুওলিকা । দ্বাত্রিংশৎপুওলিকার রচয়িতা কে, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না । কখনও কালিদাস,কখনও রামচন্দ্র, কখনও সিদ্ধসেন দিবাকর, কখনও বা ক্ষেমঙ্কর - এই সব বিভিন্ন রচয়িতার নাম পাওয়া গেছে গ্রন্থটির নানা সংস্করণে । গ্রন্থটির পাঠও ভিন্ন ভিন্ন ।

দ্বাত্রিংশৎপুওলিকার কাহিনী এই রকম - মহারাজ বিক্রমাদিত্য দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট থেকে উপহার স্বরূপ একটি সিংহাসন লাভ করেছিলেন । সিংহাসনটি বহন করতো ৩২টি পুতুল । মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর তার ইন্দ্রদত্ত সিংহাসনটি ভূগর্ভে চাপা পড়ে যায় । পরে এক সময়ে ধার রাজ্যের রাজা ভোজ সেই সিংহাসনটি উদ্ধার করেন। সিংহাসনে ৩২টি পুতুল খোদিত ছিল । ভোজরাজ সেই সিংহাসনে আরোহণ করতে গেলে পুতুল গুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং প্রত্যেকে বিক্রমাদিত্য সম্পর্কে এক একটি গল্প বলে। বিক্রমাদিত্যের মতো গুন সম্পন্ন না হলে এই সিংহাসনে আরোহণের যোগ্যতা থাকে না - এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই গল্প গুলির অবতারনা । প্রাথমিকভাবে গল্প গুলি আকর্ষণীয় মনে হলেও বৈচিত্র্যের অভাব ও উপদেশের আধিক্যের ফলে সেই আকর্ষণ ব্যাহত হয়েছে ।

গল্পটি সরল সংস্কৃত ভাষায় রচিত । ভারতীয় ও বিদেশি বহু ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশিত হয় । কোনো অজ্ঞাত কারণে মধ্যযুগীয় ভারতে এই গ্রন্থের পারসি, আরবি ইত্যাদি কোনোভাষায় অনুবাদ হয়নি ।'Franklin Edgerton Vikramas Adventures'

নাম দিয়ে এই গ্রন্থের একটি ইংরেজি অনুবাদ করেন । তারপর A.N.D Haskar *Simhasanadvatrimsika : Thirty-two tales of the throne of vikramaditya* নাম দিয়ে খুব ভালো একটি ইংরেজি অনুবাদ বের করেন।

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যে পঞ্চতন্ত্র

মনিকনা মন্ডল

ভূমিকা:-

গল্প শোনার আকর্ষণ মানুষের চিরদিনের। গল্প বলার ভঙ্গী আকর্ষণকে আরও বাড়িয়ে তোলে। একই কাহিনী নানা যুগে নানা ভাবে বলা হয়েছে, তবুও মানুষের কাছে তা পুরানো হয়নি। ঊর্বশী পুরুরবা কাহিনী ঋকবেদের শুনেছি, পূরানে শুনেছি,মহাভারতে শুনেছি,কালিদাসের নাটকেও শুনেছি। কাহিনী এক হলেও বর্ণনা নব নব ভঙ্গির জন্য তা নিত্যনতুন ও উপাদেয় লেগেছে। মানুষের এই সহজাত প্রবৃত্তি হতে গল্প সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। বাণ-সুবন্ধু -দন্ডী ও গল্পই বলেছিলেন। সেই বলার ভঙ্গিটি অবশ্যই ভাল লেগেছিল। কিন্তু একই ভঙ্গির প্রতি আকর্ষণ চিরদিন থাকে না ,তাই চম্পুকাব্য সেই ভঙ্গি নতুন রূপ গ্রহণ করেছিল। সেই ভঙ্গিও পুরানো হল ,আসলো গল্পসাহিত্য।

সংস্কৃত গল্প সাহিত্যের উৎপত্তি:-

সংস্কৃত গল্প সাহিত্যের ইতিহাসের পথিকৃত হলেন বিষ্ণুশর্মা ।তারই পরে সংস্কৃত গল্প সাহিত্যের ইতিহাস রচনাকারদের মধ্যে নারায়ণ শর্মা অগ্রগণ্য। নারায়ণ শর্মা হিতোপদেশ রচনা করে গল্প পিপাসু মানুষের মনের মন্দিরে চিরন্তন স্থান দখল করে নিয়েছেন।

পঞ্চতন্ত্র:-

সংস্কৃত গল্প সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম গ্রন্থ পঞ্চতন্ত্র। ছাত্র সংসদের লব্ধকৃর্তি বিষ্ণুশর্মা দাক্ষিণাত্যের মহিলারৌপ্য নগরীর রাজা অমরশক্তির তিন জড়ধীসম্পন্ন পুত্রগণের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য এই গ্রন্থটি রচনা করেন। গল্পগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বৈচিত্র মন্ডিত। মূল গল্পে প্রাসঙ্গিকভাবে বহু ছোট ছোট গল্পের সন্নিবেশ এবং প্রতিটি গল্পের শেষে শ্লোকাকারে নীতি বাক্য অতীব হৃদয়গ্রাহী। মূল পঞ্চতন্ত্রের পাঁচটি তন্ত্র হল:- মিত্রভেদ ,মিত্রপ্রাপ্তি,কাকোলূকীয়,লব্ধপ্রণাশ এবং অপরীক্ষিতকারক।গ্রন্থারম্ভে রচনাকার নিজেই বলেছেন-

সকলার্থশাস্ত্রসারং জগতি সমালোক্য বিষ্ণুশর্মেদম্।
তন্ত্রৈঃ পঞ্চভিরেতচ্চকার সুমনোহরং কাব্যম্ ।

(১)মিত্রভেদ(বন্ধু বিচ্ছেদ):- পঞ্চতন্ত্রের প্রথম তন্ত্র হল মিত্রভেদ। এই তন্ত্রে 22 টি মনোজ্ঞ গল্প সংকলিত হয়েছে। দমনক ও করকট নামে দুই শৃগাল, পিঙ্গলক নামে এক সিংহ এবং

সঞ্জীব নামে এক বৃষভ এই তন্ত্রেটির প্রধান চরিত্র। গল্প গুলির মধ্যে দিয়ে সাম, দান ,ভেদ ও দণ্ড প্রভৃতি রাজনীতি বিষয়ক জ্ঞান দান করা হয়েছে।

(২) মিত্রপ্রাপ্তি (বন্ধু প্রাপ্তি):- 6 টি গল্পের সমাহার এ পঞ্চতন্ত্রের দ্বিতীয় তন্ত্র মিত্রপ্রাপ্তি। এখানে মূল কাহিনীর সঙ্গে ঘটনাক্রমে পাঁচটি গল্প সংযুক্ত হয়েছে ।এই গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে শিশুদের জীবনে চলার পথের নানা উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

(৩)কাকোলূকীয়(চিরশত্রুতা):- চারটে গল্প নিয়ে কাকোলূকীয় নামক তৃতীয় তন্ত্রটি সমৃদ্ধ। এই তন্ত্রে সন্ধি প্রভৃতি ছয়গুণের আলোচনা করা হয়েছে। সন্ধি- বিগ্রহ অবলম্বনে এই তন্ত্রটি রচিত এবং এই তন্ত্র টি সেইজন্য সন্ধি -বিগ্রহ নামে পরিচিত। অবস্থানানুসারে ষড়গুণের যে-কোনো একটি আশ্রয় করার বার্তাই চারটি ছোট গল্পের মধ্যে দিয়ে পরিবেশিত হয়েছে।

(৪)লব্ধপ্রণাশ (পেয়ে হারানো):- পঞ্চতন্ত্রের চতুর্থ তন্ত্রটি হলো লব্ধ প্রণাশ। 16 টি গল্পের সমন্বয়ে তন্ত্রটি সমন্বিত। নীতিবিদ্যা এবং অর্থ স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষাদানই এই তন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য।

(৫)অপরীক্ষিতকারক (হঠকারিতা):- 15 টি গল্পের সমন্বয়ে পঞ্চতন্ত্রের পঞ্চতন্ত্রে এই অপরীক্ষিত কারক নামক তন্ত্রটি সমন্বিত। এটি পঞ্চতন্ত্রের শেষ তন্ত্র। বাস্তব জীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞান এই তন্ত্র দান করা হয়েছে। এই তন্ত্রের গল্প গুলি পৃথকভাবে সজ্জিত। কল্পনার মৌলিকতা বর্ণনা সরসতা এবং চরিত্রগুলির সজীবতা হেতু পঞ্চতন্ত্র রমণীয়। শুধুমাত্র ন্যায়-নীতি প্রভৃতি ধর্মের আদর্শ প্রচার ছাড়াও এখানে পশুপাখির রূপকে মানুষের মহত্ব ,ভন্ডামি শঠতা ,হৃদয়হীনতা প্রভৃতি গুণাগুণের সঙ্গে পরোক্ষভাবে ব্যক্ত হয়েছে। বাইবেলের পর পঞ্চতন্ত্র গল্প গ্রন্থ টি পৃথিবীতে বহুল প্রচারিত গল্পগ্রন্থ।জোহান্স হার্টল এর গবেষণার তথ্যানুযায়ী সমগ্র ভারত এবং ভারতের বাইরে জাভা থেকে আইসল্যান্ড পর্যন্ত ৫০ টিরও অধিক ভাষায় এই পঞ্চতন্ত্রের প্রায় দুই শতকেরও অধিক সংস্কারণে সম্পাদিত হয়েছে এবং তার মধ্যে তিন চতুর্থাংশ ও ভারতীয় ভাষায় রূপান্তরিত। পঞ্চতন্ত্র এখন লুপ্ত। হাজার ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে শ্বেতাম্বর জৈন পূর্ণ ভদ্র পঞ্চতন্ত্রের একটি নতুন সংস্করণ এর নাম দেন পঞ্চাখ্যনক । এরপূর্বে পঞ্চতন্ত্রের এক প্রাচীন কাশ্মীরি ও সংস্করণ তন্ত্রখ্যয়িকা প্রচলিত ছিল। এই গ্রন্থ কে ভিত্তি করে জোহার হার্টল গবেষণা করে বলেছেন যে মূল গ্রন্থটি সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক এর পূর্বে রচিত হয়েছিল। পঞ্চতন্ত্র রচয়িতা বিষ্ণুশর্মাই যদি বিষ্ণুগুপ্ত,কৌটিল্য, চাণক্য, হন, তবে এই সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর অধ্যাপক কিথ মনে করেন যে মূল গ্রন্থটি সম্ভবত খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত।

উপসংহার:- পরিশেষে বলা যায় প্রাচীন ভারতের এই সংস্কৃত গল্প সাহিত্যের ইতিহাসে বৈচিত্র ও বৈভব শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। এই গ্রন্থের নীতি উপদেশ গুলি দেশের সীমার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সকল মানবের চলার পথের পাথেয় হয়ে উঠেছে।

সংস্কৃত গল্প সাহিত্য:- কথাসরিৎসাগর

বৈশাখী হাজারী

ভূমিকা:-

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল পৈশাচী প্রাকৃত ভাষায় রচিত গুণাঢ্যের বৃহৎকথা। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের রামায়ন, ও মহাভারতের পর এর জনপ্রিয়তা। বর্তমানে গ্রন্থটি লুপ্ত হলেও একে অনুকরন করে সোমদেবভট্ট সংস্কৃত ভাষায় কথাসরিৎসাগর গ্রন্থটি রচনা করেন।

উৎপত্তি:-

ক্ষেমেন্দ্রের পর ১০৬৩-১০৮১ মধ্যে কথাসরিৎসাগরের রচনা করেন ব্রাহ্মণ সোমদেব। ২৪,০০ শ্লোক নিয়ে কথাসরিৎসাগর রচিত হয়েছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম ও বৃহত্তম গল্পসঞ্চয়ন হল এই কথাসরিৎসাগর ।সোমদেব পৈশাচী ভাষায় রচিতগুনাঢ্যের সারসংক্ষেপ সংস্কৃতে কথাসরিৎসাগরে করেছেন। মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সম্পর্কে যে ৩২ টি গল্প হয়েছিল তার প্রত্যেকটি কথাসরিৎসাগর এ স্থান পেয়েছে। কিন্তু এই গুলি ১৩ শ শতকের পূর্বে রচিত নয় বলে অনুমান করা হয়। ১৪ শ শতকের ক্ষেমঙ্কর নামে এক জৈন লেখক এই গল্পগুলির সারসংক্ষেপ করেন।

উপসংহার:-

পরিশেষে বলা যায় প্রাচীন ভারতের এই সংস্কৃত গল্প সাহিত্যের ইতিহাস বৈচিত্র্য ও বৈভব শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। এই গ্রন্থের নীতি উপদেশগুলো দেশের সীমার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সকল মানবের চলার পথের পাথেয় হয়ে উঠেছে।

গল্প সাহিত্য বৃহৎকথা

প্রীতি শ ও দীপা শ

ভুমিকাঃ- পৈশাচীপ্রাকৃতে পশুর রক্তে সাত লক্ষ শ্লোকে রচিত বৃহৎকথা প্রকৃত অর্থেই বৃহৎকথা। কবি গুনাঢ্য এর রচয়িতা। বলা হয় বিতর্কে পরাজিত হয়ে সংস্কৃত,প্রাকৃত ও অপভ্রংশ এই তিন ভাষায় মৌন থেকে কবি পৈশাচী প্রাকৃতে গ্রন্থটি রচনা করেন। প্রাচীন ভারতীয় রাজা সাতবাহন এই গ্রন্থের সাথে যুক্ত। সুবন্ধু,বাণভট্ট প্রভৃতি গদ্যকার, নাট্যকার ভাস এই মহাগ্রন্থের উল্লেখ করেছেন ভাসের স্বপ্নবাসবদওম্ ও প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণের উৎস বৃহৎকথা। নবম খ্রীষ্টাব্দের একটি কম্বোডীয় লিপিতে গুণাঢ্যের উল্লেখ রয়েছে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত গ্রন্থটির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।পর্যটক অলবেরুনি ভারতীয় জনমানসে এই গ্রন্থটির প্রভাব উল্লেখ করেছেন। মহাকবি কালিদাস তার মেঘদূতম্ এর নগরবাসিদের মুখ থেকে বৃহৎকথার গল্প শোনার উল্লেখ করেছেন। সে গুলির অন্যতম হলো কবি ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী কবি জয়রথের হর্ষচরিত, কাশ্মীরী কবি সোমদেবভট্টের কথাসরিৎসাগর উল্লেখ যোগ্য। তিনি একটি কম্বোডীয় লিপিও আবিষ্কার করেছেন।

গল্প সাহিত্য বৃহৎ কথা সম্পর্কে কিছু কথা -

বৃহৎকথা কে লেখেন – সংস্কৃত গল্প সাহিত্যের ইতিহাস সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বৃহৎগল্পগ্রন্থ গুনাঢ্য রচিত বৃহৎকথা পৈশাচী প্রাকৃতভাষায় রচিত এই মহান গ্রন্থটিতে এক লক্ষ শ্লোক ছিল। যদিও এই মহান গ্রন্থটি বর্তমানে লুপ্ত ।

গুণাঢ্যের পরিচয়ঃ- বৃহৎকথার রচয়িতা গুণাঢ্যের ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। বিভিন্ন সমালোচকগণের মতে কবি কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন।

বিহৎকথার রচনাকালঃ- মূল বৃহৎকথার সন্ধান বর্তমানে পাওয়া যায় না অনেকের মতেখ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে বৃহৎকথা গ্রন্থটি প্রচলিত ছিল। দন্ডী , বানভট্ট ও সুবন্ধু প্রমুখ কবিগন তাদের রচনায় বৃহৎকথার উল্লেখ করেছে।

বৃহৎকথা কাহিনীঃ-পৈশাচী প্রাকৃত ভাষায় রচিত হওয়ায় বৃহৎকথা গ্রন্থটি সাধারনের দুর্বোধ্য। তাই গ্রন্থটি ও গ্রন্থকার কোনো রাজসভাতে স্থান লাভ করতে সক্ষম হয়নি।

বৃহৎকথার উপসংহারঃ-গ্রন্থটি লুপ্ত হলেও এই বর্তমানেগ্রন্থটির সুদূরপ্রসারী ফল পরবর্তীকালে কবিগন লাভ করেছেন। অনেকের মতে, বৃহৎকথা রচিত না হলে গল্পসাহিত্যের ভাণ্ডার অপূর্ণ থেকে যেত।

ধর্মপ্রসঙ্গে গদ্যভূমিকা

সৌরীণ মন্ডল

ওঁ নমঃ পরমহংসাস্বাদিতচরণকমলচিন্মকরন্দায়
ভক্তজনমানসনিবাসায় শ্রীরামচন্দ্রায়॥

'গল্প' এই কথাটি আমাদের কর্ণগোচর হবার সাথে সাথেই আমাদের মনে এক উৎসুকতা সৃষ্টি হয় ইহা আমরা প্রত্যেকেই জানি। ইহার কারণ বিজ্ঞানের ভাষায় নানাবিধ হলেও আমার মতে ইহার কারণ আমাদের গল্পের সঙ্গে একটি অন্য রকম সম্পর্কতা। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকলেও গুরুজনদের কাছে শুনেছি তারা কিভাবে বেতারে একটিমাত্র গল্প শুনবে বলে সারা সপ্তাহ অধীর আগ্রহ অবস্থায় থাকতো। গল্পের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বহুদিনের- বহুকালের। সেই কোন প্রাচীন ভারতবর্ষে তপবনের পবিত্র ভূমিতে শীতল বৃক্ষ ছায়ায় আচার্যদেব ও তার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার মাধ্যম রুপে গল্পকথার ব্যবহার হয়েছিল যা ভাবলেও মনে বিস্ময় জাগে এবংযা আজও পন্ডিত বর্গের মতে শিক্ষা দানের সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি।অর্থাৎ গল্প কথার মাধ্যমে যেইরূপ অশান্ত শিশুকে শান্ত করা যায় সেই ভাবেই চঞ্চলাজ্ঞানতাকেও শান্ত করে মনে জ্ঞানের প্রকাশ ঘটানো যায়।এবার আসা যাক 'গল্প' এই শব্দটিতে। প্রশ্ন যদি ওঠে গল্প কি? সেক্ষেত্রে বলা
হয় 'অপাদঃ পাদসন্তানো গদ্যম্' অর্থাৎ পাদ তথা ছন্দবিহীণ যে কাব্য রচনা হয়ে থাকে তাই হল গদ্য বা গল্প।
সাহিত্যদর্পনকার বলেছেন বৃত্ত বা পদ্যহীণ কাব্যকেই বলা হয় গল্প। এত অবধি আমরা গদ্য কাকে বলে সেই বিষয়ে কিঞ্চিত মাত্র জ্ঞান লাভ করলাম। এবার আসি গল্প কত প্রকার হয়ে থাকে সেই প্রসঙ্গে।প্রধানতঃ গল্প দুইপ্রকার হয়, কথা এবং আখ্যায়িকা, কিন্তু অগ্নিপুরাণানুসারে গল্প পঞ্চবিধা, যথা- কথা, আখ্যায়িকা, খন্ডকথা,পরিকথা এবং কথালিকা। এই প্রতিটি প্রকারেরই ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্তমান। আচার্য ভামহ তার কাব্যালংকার গ্রন্থে আখ্যায়িকার বৈশিষ্ট্য নিরুপণ করতে গিয়ে বলেছেন-

প্রকৃতানুকুলাশ্রব্যশব্দার্থ পদবৃত্তিনা।
গদ্যেন যুক্তোদাত্তার্থ সোচ্ছ্বাসাখ্যায়িকা মতা॥
বৃত্তমাখ্যায়তে তস্যাং নায়কেন স্বচেষ্টিতম্।
বক্ত্রং চাপরবক্ত্রঞ্চ কালে ভাব্যর্থশংসি চ॥
কবেরভিপ্রায়কৃতৈরঙ্কনৈঃ কৈশ্চিদাঙ্কিতা।
কন্যাহরণসংগ্রাম বিপ্রলম্ভোদয়ান্বিতা॥

অর্থাৎ আখ্যায়িকার বিষয় লোকানুবর্তী হবে, নায়ক নিজেই স্বাভিজ্ঞতা বর্ণনা করবে, আখ্যান ভাগটি প্রাঞ্জল গদ্যে রচিত হবে, মধ্যে মধ্যে বক্ত্র এবং অপরবক্ত্র ছন্দে ভাবী ঘটনাসমূহবর্ণনাসূচক শ্লোক থাকবে। পরিচ্ছেদসমূহ পরিচ্ছেদের বদলে উচ্ছ্বাস নামে অভিহিতহবে, ইহা অবশ্যই সংস্কৃত ভাষায় রচিত হবে এবং কন্যাহরণ, যুদ্ধ, বিরহ কাব্যের কবিকল্পনার মাধ্যমে নায়কের অভ্যুদয় হবে। এরকমভাবেই কথা কাব্যের বৈশিষ্ট্য হলো ইহাতে বক্ত্রএবং অপরবক্ত্র ছন্দের ব্যবহার হবে না, উচ্ছ্বাস বিভাগ থাকবে না, গল্পটি সংস্কৃত বা অপভ্রংশ যে কোনো ভাষাতেই রচিত হতে পারে এবং নায়কভিন্ন অন্য কেউ গল্পের বক্তা হবেন। এই রকম ভাবেই অন্যান্য গল্পপ্রকারগুলিরো স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আমাদের দেশের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই দেশে সকল বিষয়ই ধর্মের প্রতি অভিমুখী। এমনকি সাহিত্য সঙ্গীতাদিও চতুর্বর্গ (ধর্ম,কাম, অর্থ এবং মোক্ষ) – এর সিদ্ধির উদ্দেশ্যে। কিন্তু কাম ক্রোধদি দোষ তো সর্বত্রই নিন্দনীয় আবার সংসারত্যাগী মহাত্মাগণেরও অর্থ অপ্রয়োজনীয়

কার্যং নৈবার্থৈর্নাপি ভোগৈর্ন বস্ত্রৈ-
র্নাহং কাষায়ং বৃত্তিহেতোঃ প্রপন্নঃ।

সুতরাং রইল ধর্ম এবং মোক্ষ, কিন্তু ধর্ম বাদে মোক্ষ অসম্ভব- **ধর্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।**

অতঃ নিশ্চিতভাবে ধর্ম মুখ্য। ধর্মকেও বিশ্লেষণ করলে যে তিনটি শব্দ উপস্থিত হয় তা হল জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি। এই ভক্তিমার্গেই মূলতঃ গদ্যের ব্যবহার দেখা যায়। তন্মধ্যে অন্যতম হল দক্ষিণ ভারতীয় বৈষ্ণবাচার্য জগদগুরু ভগবদ্রামানুজাচার্য বিরচিত গদ্যত্রয়ী অর্থাৎ শ্রীরঙ্গগদ্যম্ শ্রীবৈকুন্ঠগদ্যম্ এবং শ্রীশরণাগতিগদ্যম্। অবশ্যই গল্প বলতেই যে রাজা রাণী রাজপুত্র আমরা বুঝি এই গদ্যগুলি সম্পূর্ণ তদ্ভিন্ন। তিনটি গদ্যই রামানুজকৃত বেদান্তভাষ্য হতে ভিন্ন। এই প্রসঙ্গে খুব একটা দার্শনিক বিতর্ক নেই। সবকটি গদ্যেই যেটি সাধারণ সেটি হল ভগবান নারায়ণের মহিমা কীর্ত্তন। তবে তন্মধ্যেও অন্যতম হল শরণাগতিগদ্যম্। এই গদ্যটি ভক্তির একটি বিশুদ্ধ অভিব্যক্তি। শ্রীদেবী এবং ভগবান নারায়ণের সাথে রামানুজাচার্যের একটি অতীন্দ্রিয় কথোপকথন বর্ণিত এই শরণাগতিগদ্যে। ভগবান শ্রীরামানুজ গদ্যের প্রথমেই শ্রীদেবীর অসীম দয়ার বর্ণনা দেন –

ভগবন্নারায়ণাভিমতানুরূপস্বরূপগুণবিভব
ঐশ্বর্যশীলাদ্যনবধিকাতিশয় অসংখ্যেয়কল্যানগুণগণাং
পদ্মবনালয়াংভগবতীং শ্রিয়ং দেবীং নিত্যানপায়িনীং নিরবদ্যাং দেবদেবদিব্যমহিষীং
অখিলজগন্মাতরমস্মন্মাতরমশরণ্যশরণ্যামনন্যশরণঃ শরণমহং প্রপদ্যে॥

তারপর তিনি শ্রীদেবীর নিকট প্রার্থনা করেন তাকেও ভগবান নারায়ণের সেবকগনের মধ্যে স্বীকার করার জন্য। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে তিনি অনেক পাপ করেছেন এবং দর্শন সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তাকে নারায়ণের ভক্তদের তালিকায় গৃহীত করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি কেবল আশীর্বাদ করতে অনুরোধ করেন যাতে তিনি ভগবানের নারায়ণের একজন সর্বোচ্চ ভক্ত হয়ে উঠতে পারেন এবং ভগবানের নারায়ণের সেবা কখনোই যেন বিস্মৃত না হোন। আচার্য রামানুজের নম্রতা এবং তার সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণে খুশি হয়ে, শ্রী এবং ভগবান নারায়ণ তাকে তার একক আত্মসমর্পণের জন্য আশীর্বাদ করেন, তার কর্ম মুছে দেন এবং তাকে মোক্ষ প্রদান করেন–

অতস্ত্বং তব তত্ত্বতো মদ্জ্ঞানদর্শনপ্রাপ্তিষু নিঃসংশয়ঃসুখমাস্ব॥
অন্ত্যকালে স্মৃতির্যাতু তব কৈঙ্কর্যকারিতা।
তামেনাং ভগবন্নদ্য ক্রিয়ামানাং কুরুষ্ব মে॥

ভগবান রামানুজকৃত সকল ভাষ্যদিতেও সর্বদা ভক্তি প্রাধান্য লাভ করেছে। এই গদ্য তিনটিও তা হতে আলাদা নয়। নিষ্কাম অপূর্ব অবক্তনীয় ভক্তিরসের আস্বাদনে এই তিনটি গদ্যই অগণিত ভক্ত তথা পাঠক সমাজের হৃদয়ে অনন্য আসন লাভ করেছে। গদ্যসাহিত্য সর্বদাই পাঠকসমাজে সমাদৃত তা পন্ডিত বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র হোক বা গুনাঢ্যর বৃহৎকথা। গল্প থেকে যথা নীতিশাস্ত্রাদি বিষয়ের উপদেশও লাভ হয় তথা ধর্মাদি শাস্ত্রেরও উপদেশ প্রাপ্ত হয় তথৈব নিশ্চিতভাবে সকলপ্রকার উপদেশই লাভ করা সম্ভব, ইহাতে কোনো সন্দেহ নেই।

॥ ইতি শুভম্ ॥

তথ্যসূত্রম্:–
১. সাহিত্যদর্পণঃ, বিশ্বনাথকবিরাজকৃতঃ।
২. শরণাগতিগদ্যম্, ভগবদ্রামানুজকৃতম্।
৩. শ্রীরঙ্গগদ্যম্, ভগবদ্রামানুজকৃতম্।
৪. বৈকুন্ঠগদ্যম্, ভগবদ্রামানুজকৃতম্।
৫. স্বপ্নবাসবদত্তম্, ভাসকৃতম্।
৬. www.wikipedia.org
৭. www.Sanskritdocuments.org

পঞ্চতন্ত্র

সঞ্চিতা বাস্কে

পৃথিবীর সকল গল্প সাহিত্যের ইতিহাসে সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন মহত্বমন্ডিত নীতিকথামূলক গ্রন্থ হল পঞ্চতন্ত্র। পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থের রচয়িতা হলেন লব্ধকীর্তি ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশর্মা। পশু পাখি অবলম্বনে রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে এটি এখনো জনগণের কাছে সমানভাবে সমাদৃত। এই গ্রন্থটি এতই জনপ্রিয় যেয়ে পৃথিবীর ষাটটিরও বেশি ভাষায় অন্তত ২০০-এর বেশি সংস্করণ প্রচলিত আছে। এক কথায় সংস্কৃত গল্প সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থটির স্থান অনন্য।

Hertel -এর মতে রচনাকাল দ্বিতীয় শতকের আগে নয়। গ্রন্থকার মহাভারতের সাথে পরিচিত ছিলেন, গ্রন্থে প্রয়োগিত শব্দের ব্যবহার থেকে বলা যায় প্রথম শতকের গোড়াতে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে।অনেকের মতে দ্বিতীয় শতকের গোড়াতেও রচিত হয়েছে। পৃথিবীর প্রায় ষাটটিরও বেশি ভাষায় ২০০র বেশি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে গ্রন্থটির।

মূল গল্পের মধ্যে প্রাসঙ্গিক ছোট ছোট গল্পের সন্নিবেশে গ্রন্থটি রচিত। ৬৩টি গল্পে পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থটি রচিত। সমগ্র গল্প গ্রন্থটি পাঁচটি ভাগে বা তন্ত্রে বিভক্ত, তাই একে পঞ্চতন্ত্র বলে।

সকলার্থশাস্ত্রসারং জগতি সমালোক্য বিষ্ণুশর্মেদম্।
তন্ত্রৈঃ পঞ্চভিরেতচ্চকার সুমনোহরং শাস্ত্রম্॥

পঞ্চতন্ত্রের ভাগগুলি হল—১. মিত্রভেদ ২. মিত্রপ্রাপ্তি ৩. কাকোলূকীয় বা সন্ধিবিগ্রহ ৪. লব্ধপ্রণাশ এবং ৫. অপরিক্ষিতকারক।

হিতোপদেশ

মৌমিতা মাহাতো

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের অপর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প গ্রন্থ হল আচার্য নারায়ণ শর্মা বিরচিত ‘হিতোপদেশ’।গ্রন্থটি পঞ্চতন্ত্রের অনুকরণে রচিত। হিতোপদেশের ৪৩টি গল্পের ২৫টি গল্প পঞ্চতন্ত্র থেকে নেওয়া হয়েছে এবং অন্য গল্পগুলি তৎকালে প্রচলিত কোনো বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে ।হিতোপদেশ গ্রন্থের শুরুতেই লেখক নারায়ণ শর্মা বলেছেন – “পঞ্চতন্ত্রাত্তথান্যাস্মাদ্গ্রন্থাদাকৃষ্য লিখ্যতে”।

আচার্য নারায়ণ শর্মা ছিলেন রাজা ধবলচন্দ্রের সভাকবি। তিনি পাটলীপুত্রের রাজা সুদর্শনের পুত্রদের যথাযথ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। সুতরাং, বিভিন্ন তথ্যাদির উপর নির্ভর করে পন্ডিতগণ মনে করেন যে গ্রন্থটি নবম শতকের পর থেকে চতুর্দশ শতকের শেষার্ধের মধ্যবর্তী কোনো সময়ে রচিত। হিতোপদেশ গ্রন্থটি চার ভাগে রচিত- মিত্রভেদ, সুহৃদলাভ বিগ্রহ ও সন্ধি। গল্পের ছলে বালকদের নীতি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি রচিত। এখানে বর্ণিত গল্প গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – মুনি মুষিক কথা, বীরবরের উপাখ্যান, সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনী, নীলবর্ণ শৃগালের গল্প প্রভৃতি। গল্পের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র গুলি হল – দুর্দান্ত বা মহাবিক্রম নামক সিংহ, মহাতপা নামক মুনি, সুদর্শন নামক রাজা, দীর্ঘমুখ নামক বক, ফুল্লোৎপল নামক সরোবর প্রভৃতি। গল্পগ্রন্থটির ভাষার সহজ সরল আবেদন অনায়াসে হৃদয়কে স্পর্শ করে। লেখকের উপস্থাপনের গুণেই হিতোপদেশ গল্প গ্রন্থের গল্পগুলি শিশুদের কল্পনারাজ্যে এক মায়াময় আবেশের সৃষ্টি করে।

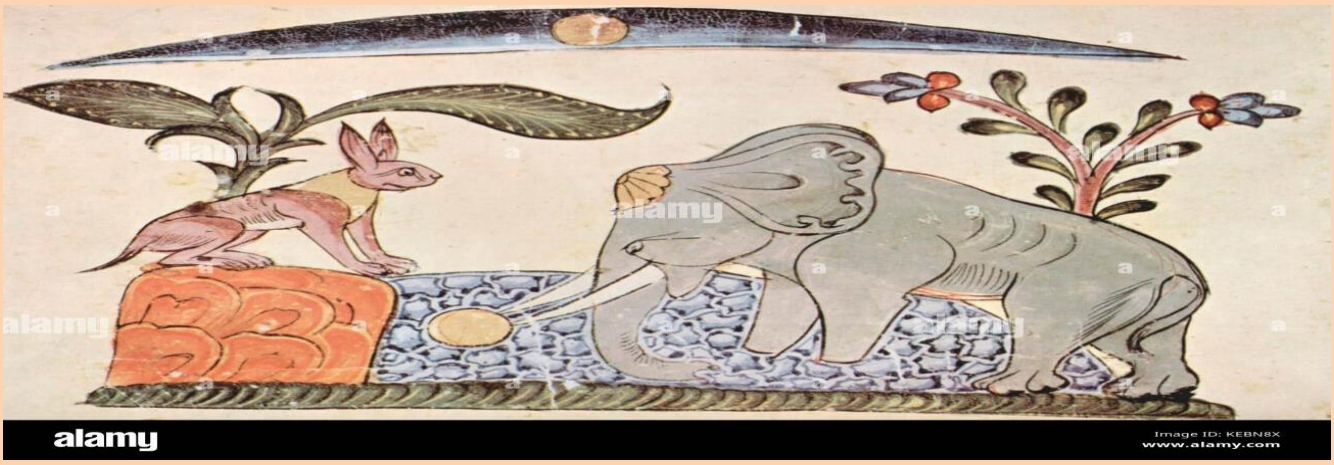

जातकं जातककथा वा

चन्दनभद्रः

आसीद् बुद्धो महायोगी
महाशाक्यकुलोद्भवः।
लुम्बिनीकानने जातो
बैसाखीपूर्णिमातिथौ।।

माता मायादेवी तस्य
पिता शुद्धोधनस्तथा।
भार्या यशोधरा नाम
राहुलस्य पिता च सः।
तस्य पूर्वपूर्वजन्म-
वुत्तान्तो जातककथा।।

सुत्रपिटकस्य क्षुद्रो यो
निकायो वर्तते श्रुतम्।
तत्पञ्चादशग्रन्थेषु
जातकं दशमं ख्यातम्।
निसृतं तद् बुद्धमुखात्
महद्दृष्टान्तसंयुतम् ।।

काले काले कथायास्तु
संख्यावृद्धिरभूत् तदा।
बुद्धशिष्याणां मध्ये तु

कथावत् परिवर्तिता।।

जातकस्यैव पञ्चांशा
विद्यन्त इति विख्यातम्।
सूचकवृत्तान्तस्तत्र
प्रथमे विद्यते मतम्।
द्वितीयातीतजीवन-
कथा-नाम्ना प्रसिद्धा सा।।

ततः श्लोकांशो व्याख्या च
तृतीये च चतुर्थे च।
अतीतेन चरित्रेण
वर्तमानस्य संयोगः।
इति जातकपञ्चांशाः
क्रमेण कथिता मया।।

पद्यात्मिका पुरासीत् सा
कैश्चित् तथानुमीयते।
इदानीं प्राप्यतेऽस्माभिः
गद्यपद्यसमन्विता।।

बुद्धस्य महानिर्वाणात्
परं धर्मानुरागिभिः।
पूर्वोक्तकथावृत्तान्तो
बौद्धनीतिरभूत् पुरा।।

प्राचीनानां श्लोकानां हि
एवं कालोऽनुमीयते।
ख्रिष्टपूर्वषष्ठाब्दात्तु
द्वितीयं ख्रिष्टपूर्वाब्दं।
पर्यन्तं रचनं तेषाम्
एवं पुराविदो विदुः।।

सामाजिकचरित्राणां
चित्रणं तत्र विद्यते।
तथाऽपि पशुपक्षिणां
सदसदकर्म दृश्यते।।

रामायण-भारतयो
उदन्तस्तत्र वर्ण्यते।
क्वचिद् विकृतरूपेण
क्वचिद् भिन्नक्रमेण च।।

तथा पुरा बुद्धमुखारविन्दात्
शिष्येभ्य एवं निसृतं क्षितौ यत्।
तज्जातकं नाम सुमङ्गलाय
सतां जनानां पृथिवीषु भूयात्।।

इति शम्

समाप्तः